ভূমিকা।

পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয়ব্যতীত সর্ব্ব সাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দুর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই।

হুগলী
বঙ্গাব্দা ১২৮১।
বৈশাখ।

নাটকসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের নাম।

যৌবনাশ্ব	...	পিঙ্গলদেশের রাজা।
যুবরাজ	...	তস্য পুত্র রাজকুমার (অবিবাহিত।)
ধীসখ ...	...	মন্ত্রীপ্রধান, ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ।
পরিব্রাজক	...	আশ্রমিক।
রজতগিরিরাজ	...	পরীদেশের রাজা।
অনাগতবাদী	...	ভবিষ্যদ্বক্তা।
সুধন্বা	...	ব্যাধ।
ক্ষণপ্রভা	...	রজতগিরিরাজ-নন্দিনী (অনূঢ়া)।
প্রমীলা লীলা	...	রজতগিরিরাজের অপর দুই কন্যা।
দমনিকা	...	রজতগিরিরাজের অন্তঃপুরের প্রধান পরিচারিকা।
মালতী ...	...	পিঙ্গলাধিপতির প্রধান পুরনারী।
কাঞ্চনী ...	...	সুধন্বার স্ত্রী।
বামা বৈষ্ণবী	...	নগরবাসিনী।

এতদ্ভিন্ন পারিষদগণ ও প্রহরী প্রভৃতি।

রজতগিরি-নন্দিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজনিকেতন।

(রাজা, মন্ত্রী ও কোন পারিষদের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! আজ আপনাকে কেন এমন বিষণ্ণ দেখ্‌চি? ঈশ্বর না করুন, যে রাজ্যের কোন অকুশল বার্ত্তা শুন্‌তে হয়। তবে অসময়ে আমাদের স্মরণ করাতেই শঙ্কা হচ্চে, পাছে কোন অশুভ ঘটনা হয়ে থাকে।

রাজা। ঈশ্বরেচ্ছায় শঙ্কাজনক কিছুই উপস্থিত হয় নাই। তবে যে কথার নিমিত্তে আমি তোমাদের ডাক্‌লেম তা বল্‌চি। তোমাদের সুচারু মন্ত্রণায় আমি একাল পর্য্যন্ত এই রাজ্য সুশাসন করে আস্‌চি। যখন বিপদ পড়েচে তখন তোমরা সাহায্য করে তাহ'তে উদ্ধার করেচ,—তজ্জন্য আমি বাধিত আছি। দেখ, আমাদের রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই

শত্রু ও সকলেই দুর্দান্ত, তত্রাচ কেহ কখন আমাদের কোন অনিষ্ট কর্ত্তে পারে নাই।

মন্ত্রী। না মহারাজ, তা পারে নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি জয়ধ্বজ ভাগ্যবান্! শত্রুগণ বিপুলপরাক্রান্ত হইলেও আপনার সমতুল কেহ নহে, এ আমরা বেশ জানি। তার পর আমাদের সাহায্যের বিষয়ে মহারাজ যে উল্লেখ কল্লেন্, সে শ্লাঘ্য। যদি আমরা কেবল মহারাজকে নীতি মন্ত্রণা দিতেও না পার্‌বো, তবে আমাদের ভূরি বেতন ভোগের আর কিসে নিষ্কৃতি হইবে।

রাজা। (ঈষৎ মৌন থাকিয়া) তবে আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের শাসনে এ রাজ্যের লোকের কিছু বিরাগ আছে কি না?

মন্ত্রী। মহারাজ! তা নয় বরং আপামর সাধারণের অনুরাগই আছে, এবং লোকে অনুক্ষণ প্রার্থনা করে যে যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাগণ আকাশে উদয় হইতে থাকেন, তাবৎ আপনি রাজ্য করুন, এবং জয়যুক্ত হউন।

রাজা। আমার এক্ষণে বার্দ্ধক্য উপস্থিত। অতএব ইচ্ছা যে যুবরাজকে রাজ্যভার দিয়া অবসৃত হই। যেহেতুক এক্ষণে আমার আর ঐহিকের কর্ম্ম করা বয়ঃধর্ম্ম নহে। এখন পার-লৌকিক চিন্তা করাই আবশ্যক। তোমাদের মত কি? যুব-রাজের অতুল বাহুবল ও নির্ম্মল যশ জম্বুদ্বীপে বিখ্যাত আছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! এই যথাযোগ্য প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি আছে। যুবরাজ সর্ব্ব গুণোপেত, এবং প্রতিপন্ন শরায়ুধ ও রাজনীতিজ্ঞ বটেন।

রাজা। তবে শুভ দিন দেখে যুবরাজকে রাজটীকে দেওনের আয়োজন কর্ত্তে থাক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[রাজা ও মন্ত্রী প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজকুমারের শয়ন-মন্দির।

(রাজকুমার পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান।)

রাজ। (সুপ্তোত্থিত) মণিমণ্ডিত এই সুখাসনেও আমার সুখের লেশমাত্র নাই। অতুল রাজকুলে আমার জন্ম বটে, কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই। আর পিতার আসমুদ্র সাম্রাজ্য তাতেও স্বচ্ছন্দতা নাই। দুঃখ রূপ পাষাণে আমার বক্ষঃ ভারাক্রান্ত হয়েচে, অতুল ঐশ্বর্য্যে সে শিলার ভার লাঘব হয় না, সন্তপ্ত-হৃদয় মণিমণ্ডিত হইলেও তাহা শীতল হইবার নহে। আঃ কি ক্লেশ! সেই যে রজতগিরি-বালা যাকে আমি স্বপনে দেখেচি, সেই আমার হৃদয়ে জাগ্‌চে। আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, তাও আমার এখন বোধ নাই, আমি এখনও যেন দেখ্‌চি, যে সেই সুরমোহিনী নারী আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েচে, আর ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হচ্চে, আর এক এক বার আমার স্বর্ণপর্য্যঙ্কের অদূরে দাঁড়িয়ে সম্মোহনের অমোঘ-শরাসনে-যোজিত

নেত্রবাণ হান্‌চে, আর আমিও সেই সময়ে তাকে বল্‌চি যে কমলনয়নে! আর একবার দৃষ্টি কর যে বিষে বিষক্ষয় হউক। আহা! অভাগার সুখভাগ্য কি অকিঞ্চিৎকর! কেবল স্বপ্নেতেও ক্ষণিক মাত্র। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখ্‌লেম যে সে চার্ব্বঙ্গী নিকটে নাই, চারিদিক্ শূন্য। নলিনী-বিচ্ছেদে অস্তাচলগামী লোহিত বরণ সূর্য্যের ন্যায় একেবারে পর্ব্বতের নীচে পড়্‌লেম্। আহা! এ বিচ্ছেদ কে ঘটালে? বোধ হয় দারুণ বিধি, কি নিদারুণ ললাট্। (সচকিতে) কার পায়ের শব্দ শুন্‌চি! বোধ হয়, কিছু শুনেও থাক্‌বে। কেও?

(জনৈক পারিষদের প্রবেশ।)

পারি। রাজকুমার! কেন খিদ্যমান হইতেছ, রজতগিরি-কন্যারা এক প্রকার দেবাঙ্গনার ন্যায়। মর্ত্ত্যলোকে এসে মনের মানসে কাননে কুসুমকলি চয়ন করেন, ও তাহা চাঁচর কেশে রাখিয়া বসন্ত আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কাল পাইয়া সেই সকল কলি ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, ও সুর নায়িকাদিগকে পুলকিত করে। বিরহানলে তোমার দগ্ধ হৃদয় কালে মিলন-বারি পাইয়া সুশীতল হইবে। সম্প্রতি শান্ত হউন।

রাজ। তা বটে, কিন্তু আশ্বাসে কেবল আশারই বৃদ্ধি হয়, ও সে আশা সফল না হইলে, কেবল কষ্টই বাড়ে। এখন উঠি। কপালে যা আছে হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—উপবন।

(সুধন্বা ব্যাধ ও কাঞ্চনীর প্রবেশ।)

সুধ। ওলো কাঞ্চনী! কালি চূণি! আমি যে শিকের কত্তে বোনে যাব, ঘরে খাবার কি আছে দে?

কাঞ্চ। (সক্রোধে) নারিকেল মুড়ি টাঙ্গানো আছে।

সুধ। তোর্ মন্‌টা আজ্ এত ভার্ ভার্ কেন?—কথায় রস্ কষ্ নেই,—হাঁ লো!

কাঞ্চ। নে বল্‌চি, তুই আমাকে লো লো করিস্‌নে। ওতে আমার মন বিগ্‌ড়ে যায়। দুটো গাল দে তা'তে আমি এত বেজার হইনে, লো বল্লে আমার গা যেন জ্বলে যায়। তুই ভারি ছোট লোক।

সুধ। হা! হা! হা! (উভরায়ে হাস্য) তুই কি লো!

কাঞ্চ। আবার লো বল্‌বি? তোর লজ্জা নেই? আমার বাপ রাজার শিকারী ছিল। সে যে লোক তা তুই জানিস্?

সুধ। হাঁ, চার পাঁচ হাত লম্বা ছিল, এই বড় লোক।

কাঞ্চ। তাতো বটেই।

সুধ। বটে বটে। সেই জন্যেই তো দেবদারু গাছকে বড় গাছ বলে।

কাঞ্চ। আচ্ছা! আজ্ তোকে দেখাব, তুই আমাকে লো বলে কেমন হজম্ করে যাস্।

সুধ। (নিঃশব্দে) দূর হউক! ছুঁড়ি বিষম মগ্‌রা,

ওকে আর ঘাঁটাবো না। (সাদরে) আর রাগ করোনা। এসো এসো কাঞ্চনী এসো, সোনামণি এসো, ধনমণি এসো।

কাঞ্চ। আর আদরে কাজ নেই যা, গোড়া কেটে আগায় জল!

সুধ। তবে এখন চল্লেম, খাবার পেয়েচি।

কাঞ্চ। আজ যদি কিছু না আন্‌তে পারিস্ তো বিষ ঝেড়ে দেবো যে গায়ের জ্বালা যাবে।

সুধ। আজ দেখ্‌চিস্ কি? আজ ভারী শিকের আছে। যদি কপালে থাকে তবে এক দিনেই বড়মানুষ হয়ে যাবো।

কাঞ্চ। কি বল্ দেখি শুনি?

সুধ। দেখ্, গেল বছর এই মাসে পুণ্যিমের দিনে কমল সরোবরে দেব-কন্যারা নাইতে এসেছিল। এবারো নাকি আস্‌বে। তারা সকলেই পরী। তার মধ্যে যে বড়টী সেটী যেন চাঁদের কোণা। আজ ফাঁদ পেতে সেইটীকে ধোর্‌বো আর অমনি রাজকুমারকে ডালি দেবো। আর ঘরে এসেই তোকে সোণার গাচ কোর্‌বো। (সানন্দে নৃত্য।)

কাঞ্চ। আঃ তোর মুকে আগুন! তোর মরণ! এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে? তারা দেবকন্যা। ছুঁবি আর অমনি ছাই কোরে দেবে।

সুধ। তা তখন বুঝবো। তোর ভয়ে কাজ নেই। জলের ভেতর ছাই কোরবে। আ পোড়া বুদ্ধি!—একেই বলে মেয়ে-মানুষ! তা তো নয়, তোর মনে হচ্চে, পাছে আমাকে দেখে দেবকন্যেরা ভুলে যায়। হা-হা-হা! সেই কথাই বটে।

কাঞ্চ। তা তো দেখ্‌চিই। এমন নগনচাঁদা পুরুষ তো আর নেই। কত দিন তপিস্যে করে তোকে পেয়েচি।

সুধ। তা তো মিচে নয়। মহাদেবের বেলগাছের যে ব্যাধ, শিবো-আত্তিরে শুনেচিস্ আমি তারি নাতি। তবে এখন আসি, কথায় কথায় দিন যাচ্চে। পিয়সি, কিছু মনে করো না। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)।

চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া॥
কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া॥
হুলু স্থূল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া॥

কাঞ্চ। (স্বগত) এত যে কষ্ট কলহ, তবু স্বামীর মুখ্ দেখ্‌লে তা কিছুই মনে থাকে না। স্বামীর সঙ্গে বনেও সুখ আছে। স্বামী বিচ্ছেদে ঘরেও সুখ নাই। যে নারীর স্বামী নাই, তার সংসারে কেউ নাই। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পঙ্কজ হ্রদের তট।

(সুধন্বা ব্যাধ ও কিয়দ্দূরে পরিব্রাজকের প্রবেশ।)

পরি। আহা! বনের কি চমৎকার শোভা হয়েচে! একে বসন্তকাল, তায় প্রফুল্ল নানাজাতি কুসুমের সৌরভে

বন আমোদিত করেচে। মাধবীলতার রূপে মুগ্ধ হয়ে মধু-পেরা তার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ গুণ গুণ শব্দ কচ্চে। আর নানাজাতি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গেরা কলরব কচ্চে। এবং "মলয় মরুত পুষ্প সৌরভে ভারাক্রান্ত হয়ে বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিহার কচ্চে। সরোবরেরি বা কি অপরূপ শোভা দেখ্‌চি। হ্রদয়ে কমল বন, আর প্রফুল্ল কমলে এমনি জলের শোভা হয়েচে, যেন শ্বেত গঙ্গার আবির্ভাব হয়েচে। জলেরি বা কি কমনীয় হিল্লোল। তায় দিবাকরের কিরণ লেগে যেন রাশি রাশি হীরা জ্বল্‌চে ও মুক্তালতা ভেসে যাচ্চে। পদ্মগন্ধে আমার মন মোহিত হলো। হে জগদীশ! তোমার কীর্ত্তি অনির্ব্বচনীয়; ও তাহার কীর্ত্তন করা অসাধ্য! ইচ্ছা হয় যে এই প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে বসিয়া সুবাসিত শীতল বায়ু সেবন করি। এ কে আস্‌চে?—ব্যাধ নাকি? দূর হউক! অযাত্রা!

[প্রস্থান।

সুধ। এ কে গেল?—বোধ হয় সেই সন্ন্যাসী হ'বেন। এমন বনের শোভা আর কখনো দেখি নাই! পদ্মফুল গুলি ফুটে যেন আলো করেচে। আহা কি বাস! এই গাছ তলায় শুয়ে ঘুমুই নে কেন? বেশ শীতল বাতাস বচ্চে। আহা! এ সময় যদি কাঞ্চনী কাছে থাক্‌তো, তবে স্বর্গের সুখভোগ্‌ কত্তেম্‌। (বৃক্ষমূলে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি—রাজপুর।

(ক্ষণপ্রভা, প্রমীলা ও লীলার প্রবেশ।)

ক্ষণপ্র। প্রমীলে, আজ্ একটা ভাল কথা মনে পড়েচে; যদি তোদের মনে ধরে, তবে দিন কতক বেশ্ আমোদ হ'বে।

প্রমী। সেতো ভালই! কি কথা বল্দেখি শুনি।

ক্ষণপ্র। গেল বছর আমরা বসন্ত পঞ্চমীর দিনে কোথা ছিলেম্ বল্দেখি?

প্রমী। কেন, কমলসরোবরে জলক্রীড়া কত্তে গেছ্লেম। সে পিঙ্গলদেশের রাজার অধিকারে—পৃথিবীতে। বড় মনোহর স্থান বটে। দিদি বেশ্ মনে করেচ! কবে যা'বে?

ক্ষণপ্র। তার তো আর দিন নেই। তবে চল, সকলে গিয়ে মহারাজকে বলি। রজতগিরি স্বর্গতুল্য হ'লেও, এক স্থানে নিরবধি ভাল লাগে না। আমরা পরীরাজকুমারী; দুর্গম পথ হ'লেও আমাদের শঙ্কা কি,—আমরা শূন্যপথে গমন করে থাকি।

প্রমী। এ সময় বন উপবনের বড় আশ্চর্য্য শোভা হয়; বিশেষতঃ কমলহ্রদের যেমন নির্ম্মল জল, তেমনি প্রফুল্ল কমল,—দেখ্‌লে ইচ্ছে হয়না যে সেখান থেকে উঠে আসি!

ক্ষণপ্র। তাতো সব বুঝ্‌লেম; এখন রাজা যেতে অনুমতি দেন, তবেই তো;—নতুবা সব যুক্তি মিছে হ'বে।

প্রমী। কেন? এ বছর্‌তো নূতন নয়। আমরা তো বছর্‌ বছর্‌ গিয়ে থাকি, তবে রাজা কেন বারণ কর্‌বেন? রাজা তো এখনি আস্‌চেন। এই দেখ, বল্‌তে বল্‌তে এলেন।

(রজতগিরি রাজার প্রবেশ।)

মহারাজ, আজি আমরা কমলহ্রদে যা'ব, আপনি অনুমতি করুন। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরেও সেখানে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করেচি। এমন আশ্চর্য্য কানন ও কুসুমবন, ও মনোহর জলাশয় বোধ হয় আপনকার রজতপর্ব্বতেও নাই!

রাজা। দুহিতে! দেখ মহীতলে মনুষ্যের রাজ্যাধিকার; বিশেষে সেই কমলসাগর পিঙ্গলাধিপতির অধীন, ও তাহার অনুচরেরা অনুক্ষণ বনরক্ষা করে। হিংস্রক পশু তথায় পুঞ্জ পুঞ্জ। ভূপতির সহিত আমাদের কোন সংস্রব কি সখ্যতা নাই। তোমরা অনূঢ়া বালিকা, পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে,—এই ভয়।

ক্ষণপ্র। মহারাজ! আপনকার পরাক্রম ভূমণ্ডলে প্রচার আছে, দিক্‌পালেরাও আপনাকে শঙ্কা করিয়া থাকেন। ভূতলে এমত ভূপতি কে আছে, যে মহারাজের কুমারীদিগকে অবরোধ করিবেক।

রাজা। তবে কুতূহলে গমন কর। মর্ত্ত্যলোকে অতি সাবধানে থাকিবে, যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। তোমরা

অনূঢ়া, ও রূপযৌবনসম্পন্না ;—ভূতলের রাজারা তোমাদের দৃষ্টিমাত্রে মুগ্ধ হইতে পারে। কেবল এই মাত্র, রাজা বা রাজপুত্রদের আমি শঙ্কা করি। দেবগণ তোমাদের রক্ষা করুন!

ক্ষণপ্র। পিতঃ! তবে আমরা প্রণাম করি। আমরা অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করে মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন কর্‌বো।

রাজা। হউক্!

[রাজার প্রস্থান।

প্রমী। দিদি, তবে সব আয়োজন কর।

ক্ষণপ্র। আর আয়োজন কি? উঠলেই হলো। কিন্তু ভগ্নী লীলার মুখে কথাটি নাই।

প্রমী। সে কোন্ কালে কথা কয়? তার মুখে কখন হাসি দেখেচ?

লীলা। অন্যবার যাই বটে। কিন্তু এবার আমার মন সরচেনা। কে জানে কেন?

ক্ষণপ্র। চল্ হাস্‌তে খেল্‌তে যাচ্চি; হাস্‌তে খেল্‌তে আস্‌বো।

লীলা। (নিঃশব্দে) কাঁদতে কাঁদতে আসারও আশ্চর্য্য নেই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল-নগর-সন্নিহিত বনমধ্যে পঙ্কজহ্রদের তট।

(ক্ষণপ্রভা, প্রমীলা ও লীলা, রাজকুমারীগণের প্রবেশ।)

ক্ষণপ্র। আহা মরি! কি মনোহর বন! অট্টালিকা ত্যাগ করেও এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করে! যেমন সরোবর, তেমনি জল।—কি নির্ম্মল! বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে বসে এই কমলসাগর নির্ম্মাণ করেছিলেন! প্রস্ফুটিতপদ্মগন্ধে চারি দিক্ আমোদ করেচে। মধুলোভে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর এসে গুণ্ গুণ্ শব্দ কর্‌চে!—শুন্‌লে কাণ্ যুড়োয়! মলয়বাতাসেরও বিশ্রাম নাই। দিবানিশি মন্দ মন্দ বচ্‌চে। দেখ্ প্রমীলে, এই পঙ্কজসরোবরের শোভার এক কণামাত্র রজত-গিরির সমুদায় কুসুমকাননে নাই! তবে আয় বোন্—আমরা বসন-ভূষণ ও কবরীর মুক্তাহার খুলে রেকে হ্রদে অবগাহন করি; দূর পথ পর্য্যটনে আমার এমন কষ্ট হয়েচে, যে না স্নান কল্লে গা শীতল হ'বে না। আমরা বিবসনা হয়ে যদি কমলদলের মধ্যে অঙ্গ ঢাকি, তবে এ বনে কে দেখ্‌বে। এখানে দেবতা—গন্ধর্ব্ব—নাগ—নর,—কারু সঞ্চার নাই।

প্রমী। তা বটে। অনিবিড় নীরদের মধ্যে ঈষৎ

প্রকাশিত শরচ্চন্দ্রিমার ন্যায় আমরা একরূপ আচ্ছন্ন থাক্‌বো,—তা বটে। কিন্তু দেখ, আমরা অনূঢ়া নবযৌবনা, এতে আমাদের মনের সুখ নাই! শীতল হ'তে গিয়ে কেবল বিকল হওয়া মাত্র। 'আমি যদি না আস্‌তেম্,—সে বরং ভাল ছিল; দুটি যে ফুল তুল্‌বো তারো যো নেই।

ক্ষণপ্র। কেন বল্ দেখি?

প্রমীলা। বসন্তে ফুলধনু বিষম জ্বালা দেয়। তায় অবলার ক্ষীণ তনু ডরে সর্ব্বদাই সিউরে উঠে। আর শীতল জীবনে কখনই তাদের প্রাণ শীতল হয় না। জলে যেন কেবল অনল জ্বলে, ছুঁলেই অবলা বিকল হয়। এই যে ফাগুন মাস, এতে কেবল আগুন জ্বল্‌চে। অনিলে অনলে কিছু ভেদ নাই। আর দাবানল দেখে হরিণী যেমন চঞ্চলা হয়, বসন্তের মলয়ানলও বিরহিণীর পক্ষে তেমনি জান্‌বে। নিশাকরের শীতল কর যেন হুতাশন লাগে। আর বসন-ভূষণে কেবল বিষধর দংশন কর্‌চে। লোকে বলে চন্দনে অঙ্গ শীতল হয়, কিন্তু সে কেবল কুলালের পণের ন্যায় উপরে শীতল, কিন্তু অন্তরে অনল জ্বল্‌চে।

লীলা। তা বটে;—অবলার স্বামী সহায় না থাক্‌লে সব শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। দেখ অগ্নিতে ও বায়ুতে চিরকালের সখ্যতা, এ সকলেই জানে। কিন্তু প্রদীপ্‌টী ক্ষীণ বলে বাতাস তা'কেই নির্ব্বাণ করেন। তখন আর সে ভাব থাকে না।

ক্ষণপ্র। দেখ্, আমরা অনূঢ়া, মাতা পিতার অধীন, তাঁদের মন না হ'লে আমাদের এ সকল দুঃখু যা'বে না। কিন্তু

বিধির ইচ্ছায় যখন বিবাহের ফুল ফুট্‌বে, তখন তাঁদেরও মন হ'বে। এখন এসো—অবগাহন করি। (সকলের সরোবরে অবরোহণ।) আহা! সরোবরতো নয়, যেন হিম্ সাগর!

(কিয়দ্দূরে সুধন্বা ব্যাধের প্রবেশ।)

সুধন্বা। (চমৎকৃত হইয়া স্বগত) আজ্ কি শুভক্ষণে পা বাড়িয়ে ছিলেম,—চোকের সার্থক হলো!—কি অপরূপ দর্শন! এমন অপরূপ রূপসী কন্যা আর কখন চোকে দেখি নাই! কথায় বলে দেবকন্যা। যেন পদ্মে পদ্ম মিশিয়ে রয়েচ! মাথার মণি গুলিন যেন ফণিমণি জ্বল্‌চে, বোধ হয় পূর্ন্নিমার চাঁদেও এমন শোভা নাই, এমন আভা নাই; না জানি বিধি এই স্ত্রীরত্ন কার জন্যে গড়েচেন! কিন্তু আমি অজ্ঞান নীচ জাতি, আমার বিবেচনায় হয়, যে নরলোক এদের যোগ্য নয়। আর একবার ভাল করে দেখি। (অন্তঃপটে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! কি রূপ! কি অঙ্গের জ্যোতি! (অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতন।)

প্রমী। আমার বোধ হয়, এই বনে মনুষ্যের গতিবিধি আছে। নচেত্ বৃক্ষমূলে ধনুর্ব্বাণ কার? কোন মৃগয়ুর হ'বে।

ক্ষণপ্র। তার আশ্চর্য্য কি? পিতা মহারাজ বলে-ছিলেন, যে এই বন যৌবনাশ্ব রাজার ব্যাধেরা রক্ষা করে। ইহার কোন কোন ভাগে তাপসদিগেরও কুটীর আছে, এও শুনেচি।

প্রমী। তাপসেরা ধার্ম্মিক অহিংসক লোক। মৃগয়ু ইতর মনুষ্য। তায় শঙ্কা কি?

সুধন্বা। (শীতল বায়ু সঞ্চারে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সুদূরে বৃক্ষমূলে স্বগত) এই যে দেবকন্যারা—এরা বিধাতার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। বোধ হয় চিত্রকরেরা তুলিতেও এমন লিখ্‌তে পারেনা। আমাদের যুবরাজ রাজকুমার আইবড় আছেন। যদি এদের একটীকে পাশ্‌জালে বদ্ধ করে রাজকুমারকে ডালি দিতে পারি, তবে তাঁর দেহের সার্থক হয়। আর আমিও তা হ'লে এক দিনে বড় মানুষ্‌ হ'তে পারি। কিন্তু,—এরা দেবকন্যা, অঙ্গের কিরণে চোকে চাইতে পারা ভার, পাছে ভস্ম করে—সেও এক ভয়; তবে সন্ন্যাসী ঠাকুর্‌কে গিয়ে জিজ্ঞাস্‌ করি। তাঁর কুটীর এই বনেই বটে। আর অনেক দূরেও নয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পরিব্রাজকের কুটীরের সম্মুখে।

(সুধন্বা ব্যাধ ও পরিব্রাজকের প্রবেশ।)

সুধন্বা। বাবা পরম্‌হংস! আমি ভজন্‌পূজন্‌ জানিনে। জাতিতে ব্যাধ। দূরে থেকে পেন্নাম্‌ কর্‌চি। অপরাধ ক্ষমা কর! আমার একটা নিবেদন্‌ আছে।

পরিব্রা। এসো বাপু, তোমার মঙ্গল হউক! এই নিবিড় বনে আমার আশ্রমে তোমার প্রয়োজন কহ। আর যদিও ব্যাঘ্র, ভল্লূক, হস্তী, অশ্ব, মৃগ, মহিষ, বরহাদিতে তোমার ত্রাসমাত্র নাই, তত্রাচ এই বন অতি ভীষণ ও শঙ্কা-

পূর্ণ বটে। যেহেতুক, দেবতা ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির এখানে গতি-বিধি আছে। আমরা তাপস, তথাচ নিঃশঙ্ক নই।

সুধন্বা। বাবা যোগিবর্! আমার নিবেদন্ এই, যৌবনাশ্ব রাজার পুত্র যুবরাজ অবিবাহিত আছেন। তাঁহার বাহুবল্ ভূমণ্ডলে অপ্রকাশ্ নাই। সুরূপা রাজকন্যা অভাবে বিবাহ্ হয় নাই, সে জন্যে রাজকুমার মনোদুঃখে আছেন। সম্প্রতি, এই বনে দেবকন্যারা এসে কমলসরোবরে স্নান কচ্চেন। যদি তারি মধ্যে এক্টীকে পাশে বদ্ধ করে রাজ-কুমারকে ডালি দিতে পারি, তাহ'লে রাজকুমার কিতাত্থ হ'বেন; এবং আমারও দুঃখ ঘুচ্বে। যদি আপনি পেসন্ন হয়ে এর উপায় বলে দেন, তবে আমি চিরদিন ঐ চরণে বাঁধা থাক্বো। (পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

পরিব্রা। রে ব্যাধ! তাহারা রজতগিরি-রাজের কন্যাগণ, ও অনূঢ়া বটে, রূপে গুণে সুরনারীদের তুল্য। যুবরাজ সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য পাত্র বটে। কিন্তু রজতগিরি-রাজ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও দেবতাদের ন্যায় রণকুশল। রজতগিরিরাজ-নন্দিনীদের মধ্যে কাহাকেও বদ্ধ করিলে ঘোর বিগ্রহ উপস্থিত হইবেক; কিন্তু যুবরাজ মানসকষ্টে কালহরণ করিতেছেন, তাহাও বুঝিতেছি। কি করি? (চিন্তা।)

সুধন্বা। বাবা, তোমার কৃপা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। যোগবলে তুমি সকলি কত্তে পার। (পুনর্ব্বার মহীতলে পতন।)

পরিব্রা। (নিঃশব্দে) পরাক্রমে যাহা না হয়, উপায়ে তাহা অবশ্য হইতে পারে। তবে শুন।

সুধন্বা। আজ্ঞে!

পরিব্রা। আমি তোমাকে ঐন্দ্রজালিক পাশ অর্পণ করিতেছি। ঐ পাশ নাগপাশের ন্যায় অব্যর্থ। জ্যেষ্ঠা পরিরাজনন্দিনীকে ঐ পাশে বদ্ধ করিয়া যুবরাজকে উপ-ঢৌকন দেও। কিন্তু কদাচ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিও না। (পাশ অর্পণ।)

সুধন্বা। বাবা পরমহংস, আমি কিতাত্থ হলেম্! আমি অধম কিরাত্;—কি স্তব করে তোমাকে তুষ্ট কর্‌বো। কিন্তু বাবা, আমার মনে একটা সন্দো হচ্চে, পাছে ফাঁদ্ ছিঁড়ে চাঁদ্ পলায়।

পরিব্রা। আরে নির্ব্বোধ!—সে আশঙ্কা নাই। এ ভোজ-রাজার বিদ্যা। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, নর,—কেহই এ পাশ ছেদন করে মুক্ত হ'তে পারে না।

[প্রস্থান।

সুধন্বা। যে আজ্ঞে। তবে পেন্নাম হই। বোধ হয়, আমার আজ্‌থেকেই পশুবধব্যব্‌সা ঘুচ্‌লো। (সানন্দে) ঘরে গিয়েই তো আজ্ কাঞ্চনীকে গয়না গড়িয়ে দেবো। সোণার বালা, সোণার নত্, তাবিজ্, পঁইচে, পাঁচ্‌নরী, মল, চন্দোর হার;—আর কাপড় যা দেবো তার তো আর কথাই নেই;—এমন সরু—যেন আছে কি নেই।

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঙ্কজ-হ্রদের তট।

(সুধন্বা ব্যাধ ও স্নাতা রাজনন্দিনীগণের প্রবেশ।)

সুধন্বা। ঐ বড়টীই আমার মনের মতন,—ওকেই ধরি। যদি যুবরাজের কপালে থাকে, তবেই ধরা পড়্‌বে। আহা! এমন সোণার চাঁদ্ মেয়ে আর হ'বে না। (ঐন্দ্রজালিক পাশ ত্যাগ করে) ইস্!—বেটার বাণের কি শক্তি! নাগপাশ-তো নাগপাশিই বটে! সোঁ—সোঁ—করে যাচ্‌চে।

ক্ষণপ্র। (পাশে বদ্ধ হইয়া সভয়ে) হাঁলো!—প্রমীলে, লীলে, একি হলো? হঠাত্ আমার হাত্ পা ভার্‌লো কেন? ওমা! একি!

সুধন্বা। (সহর্ষে স্বগত) এই তো ধনি, আর কোথা যাও!—এই তো ধনি, আর কোথা যাও! (সানন্দে নৃত্য।)

ক্ষণপ্র। ও বোন্! সর্ব্বনাশ হলো! আমি মরি!—ধর্ ধর! আমাকে কে যেন উপর দিকে টান্‌চে। আমার হাত্ পা বদ্ধ হয়েচে। ও মা, এ কি হলো! (সভয়ে প্রমীলা ও লীলার তটে আরোহণ।)

প্রমীলা, লীলা। দিদি, উপরে এক্‌টা মানুষ রয়েচে। সেই কি গুণ করেচে। উপরে উঠ উঠ!—শীগ্‌গির উঠ—আমরা আর দাঁড়াতে পারিনে!

[সভয়ে প্রস্থান।

ক্ষণপ্র। এ কি বিপদ্! ভগ্নীরাও তো দেখ্‌চি ফেলে পলালো। প্রাণের ভয় সকলকার সমান। গেল গেল,—যাক্! আমার কপালে যা আছে হ'বে। মাগো,—কি টান্‌চে! (পাশবদ্ধ রাজকুমারী তটে নীত হন।)

সুধন্বা। দেবি! আর খেদ্ করোনা। তুমি এখন যা বিপত্তি জ্ঞান কর্‌চো, সেই তোমার সম্পত্তির কারণ হ'বে। বোধ হয় তোমার শুভ দিন উদয় হয়েচে। আমাদের যুবরাজের যশ জম্বুদ্বীপে খ্যাত আছে। তিনি অদ্যাপি অবিবাহিত থাকায় বড় মনের দুঃখে আছেন। তোমার অপরূপ রূপ দেখ্‌লে তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন,—আমার বেশ্ মনে নাগ্‌চে। অতএব আর বিলম্ব না করে আমার সঙ্গে আসুন, যে আমি আপনাকে নিয়ে গিয়ে যুবরাজকে ডালি দেই; এবং আমারো শ্রম সফল হোক্।

ক্ষণপ্র। রে ব্যাধ! যদি তোর অর্থের অভিলাষ থাকে, তা বল্, আমি তোর দরিদ্রতা ভঞ্জন করি, ও তুই আমাকে বন্ধন হ'তে মুক্ত কর। এই রত্নময় হার ও মুক্তার ভার তোকে দিচ্চি, চির দিন সুখে থাক্‌বি। দেখ্, আমি রজত-গিরিরাজনন্দিনী, ও দেবযোনি বিশেষ। মনুষ্যস্বামী আমাদের যোগ্য নহে। এরূপ পরিণয়ের প্রস্তাব অনুচিত। আমার কথা শোন্। তুই দীন হীন কিরাত্ জাতি, এই মণিময় অভরণপুঞ্জ লয়ে আমাকে বন্ধন হ'তে মুক্ত করে দে। আর এ যদি না শুনিস্, তবে অসীম পরি-সৈন্য এসে তোর রাজার রাজ্য একেবারে ছারখার করে দেবে।

সুধন্বা। দেবি, আমার দোষ ক্ষমা কর, আমি অর্থের

প্রয়াসী নই। কেবল রাজার ও রাজ্যের কুশল চিন্তে করি। যুবরাজ মহিষী বিনা মনোদুঃখে আছেন। যদি আমাহ'তে তাঁর এ দুঃখ দূর হয়, তবে এহ'তে আর গৌরব কি হ'তে পারে। আমি কিরাত্ জাতি, মণিময় হার ও রত্নভার বিধাতা আমাদের জন্যে সৃজন করেন নাই। সেই যুব-রাজকে যদি আপনি এক বার সু-নয়নে দৃষ্টি করেন, তবে এই বন্ধনের খেদ্ একেবারে দূর হ'বে। রাজকুমার অশ্বিনী-কুমার বিশেষ, আর আপনি দেবকন্যা, ;—এ রাজযোটক হ'বে।

ক্ষণপ্র। (স্বগত) এব্যক্তি অধম কিরাত্। কিরূপে একেবারে বিশ্বাস কর্‌বো তা বুঝ্‌চিনে। তবে হংসের কথায় প্রত্যয় করে নল রাজা রমণী-রতন লাভ করেছিলেন, সেই রূপে ব্যাধের মধ্যবর্ত্তিতায় আমারও অদৃষ্ট প্রসন্ন হওনের অসম্ভব কি আছে। রে ব্যাধ! তবে তোর মনে যা আছে কর্। রাজকুমার আমার অনভিমতে আমাকে সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন না এ আমার বেশ্‌বোধ আছে। আমার যে কথা আছে সেই খানেই বল্‌বো। বিনয় বচনে তোকে আর্দ্র করা, আর মরুভূমিতে বারি সিঞ্চন করা, দুই সমান।

সুধন্বা। এখন বুঝেচ, তবে পথে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজভবন।

(যুবরাজের প্রবেশ।)

যুব। (স্বগত) যা'কে একবার মাত্র স্বপ্নে দেখে আমি এরূপ ব্যাকুল হয়েচি, সেই কন্যাটির সঙ্গে মিলন হ'লে আমার মনের যে কি ভাব হ'বে,—তা আমি এখন ভেবে স্থির কত্তে পাচ্চিনে। হয়তো উন্মাদ হবো, নয় তো মনের বৈক্লব্য দূর হ'বে। জনশ্রুতি এই রূপ, যে সুধন্বা ব্যাধ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে সেই রজত-গিরিরাজনন্দিনীকে হরণ করেচে, ও আমাকে উপঢৌকন দেবে। কি অসম্ভব! তবেতো এ কথাও প্রত্যয় কর্‌তে হ'বে। দেখি, পারিষদেরা এসে কি বলে।

(কশ্চিৎ পারিষদের প্রবেশ।)

তবে সমাচার কি বল ?

পারি। যা শুনেচেন সবই সত্য। সুধন্বা ব্যাধের আশ্চর্য্য কৌশল বটে।

যুব। কেমন!

পারি। বৃত্তান্ত এই। রজত-গিরিরাজের তিন কন্যা কমলসরোবরে স্নান কত্তে এসেছিল। সুধন্বা ব্যাধ শিকারের জন্যে দৈবযোগে সেই বনে গিয়ে পরিরাজনন্দিনীদের দেখে পরিব্রাজকের সাহায্যে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষণপ্রভা নামে যে কন্যা—তা'কে হরণ করে এনেচে। রাজ-

কন্যা অদৃষ্টপূর্ব্বা রূপসী ও তরুণযৌবনা। এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য বোধ হয় দেবলোকেরও দুর্লভ!

যুব। তবে বোধ হয়, প্রজাপতি এত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন। আমি যা'কে স্বপ্নে দেখে নিদ্রা ভঙ্গে বিলাপ করেচি, আজি সেই পূর্ণ শশী আমার মন্দিরে উদয় হ'বে। কিন্তু একেবারে এত সৌভাগ্যের কথা সত্য জ্ঞান হয় না। হ'তেও পারে। এ কে আ'সে?

(কশ্চিৎ দূতের প্রবেশ।)

কও,—সমাচার কি?

দূত। যুবরাজ, সুধন্বা ব্যাধ পরিরাজকুমারীকে সঙ্গে লয়ে দ্বারে উপস্থিত। আজ্ঞে হ'লে আস্‌বে।

যুবরাজ। লয়ে এসো।

[দূতের প্রস্থান।

তবে সকলি সত্য। পরিরাজকুমারীকে পৃথক্ আসন দাও।

(ক্ষণপ্রভা ও সুধন্বার প্রবেশ।)

(স্বগত) যা বলেচে সবই সত্য। এ কন্যা দেবলোকেরও দুর্লভ বটে। আহা মরি! কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! যেন মেঘ-মালা হ'তে অকস্মাত্‌ শরচ্চন্দ্রিমার প্রকাশ হলো!

সুধন্বা। যুবরাজ, কমলসরোবরে এই সোণার প্রতিমে পেয়ে আপনাকে ডালি দিচ্‌চি। দৃষ্টি প্রসাদ হ'লেই আমার শ্রম সফল হয়।

যুবরাজ। হউক! আমি সাদরে তোমার অমূল্য উপ-হার গ্রহণ কল্‌লেম্। তোমার পারিতোষিক লও। (স্বর্ণাভরণ ও বস্ত্রাদি প্রদান।)

সুধন্বা। আমি কিতার্থ হলেম্ !

[প্রস্থান।

ক্ষণপ্র। (স্বগত।) কি কমনীয় রূপ! প্রস্ফুটিত শ্বেত্‌কুসুমের ন্যায় কান্তিযুক্ত কলেবর! মর্ত্ত্যলোকে অশ্বিনী-কুমার বিশেষ! ব্যাধ্ যা বলেচে সবই সত্যি। যদি চোকে দেখে স্বামী কত্তে হয়, তবে এই রাজকুমারই তার যোগ্য। এবং দেবকন্যাদেরও এরূপ স্বামী পুরস্কার বিশেষ।

যুব। কল্যাণি! চিন্তা দূর করিয়া আসন গ্রহণ কর।

ক্ষণপ্র। যুবরাজ, কৃপা করে আমাকে মুক্তিদান কর, যে দেবলোকে তোমার অতুল যশ হ'বে। আমি দৈব বিপাকে ব্যাধের হাতে পড়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েচি। আমি রজতগিরি-রাজার কন্যা।

যুব। পরিরাজকুমারি! আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃ-তিতে তোমা তুল্য স্ত্রীরত্ন লাভ করেচি। বিশেষতঃ তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্যে আমি এমন মুগ্ধ হয়েচি, যে তোমার বিচ্ছেদের কথা আমার হৃদয়ে শক্তিশেলের ন্যায় বাজ্‌লো। অতএব সরোজিনি, প্রসন্না হও। আর আমার সহধর্ম্মিণী হ'বে এমন আশ্বাস দিয়ে আমার জীবন দান কর। অখণ্ড বিধুমণ্ডল জিনিয়া তোমার মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে মলিন শশাঙ্ক নীরদের মধ্যে অঙ্গ আচ্ছাদন করচেন! এমন মোহিনী নারী নিকটে পেয়ে কে ত্যাগ করে বল ?

ক্ষণপ্র। রাজকুমার! তোমার ঐকান্তিক অভিলাষ তোমার কথার দ্বারা বেশ্ জান্‌চি। কিন্তু পিতা রজতগিরি-রাজের অনভিমতে আমি তোমাকে কি রূপে পতিত্বে বরণ

কর্‌বো। বিশেষতঃ দেবলোকে ও নরলোকে পরিণয়ের বিধি নাই। তবে যদি পিতা মহারাজের অভিমত হয়, তবে আমি অঙ্গীকার কর্‌চি যে রজতগিরি-রাজ্য হ'তে পুনর্ব্বার এসে তোমার পাণিগ্রহণ কর্‌বো।

যুব। তোমার বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হয়ে যদি এখন প্রাণত্যাগ করি, তবে তোমার ভাবী মিলনে আমার প্রাণদান কর্‌তে পারে না। তুমি সরলা নারীজাতি, যদি এতেও তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হয়, তবে বুঝ্‌বো যে তোমার মন বিধি পাষাণে নির্ম্মাণ করেচেন।

ক্ষণপ্র। কি করি? (অধোবদনে চিন্তা।)

যুব। তোমার অদর্শনে আমি একেবারে হতাশ হবো। অতএব আমি তোমার নিকটে প্রাণ সমর্পণ কল্‌লেম। সু-নয়নে শুভ দৃষ্টি কর।

ক্ষণপ্র। তবে আমি তোমাকে অকৃতার্থ করবোনা। এতে অদৃষ্টে যা থাকুক্। গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ কর। আমি তোমাকে মানসে বরণ কর্‌লেম্। (ধরাবনত হইয়া প্রণাম।)

যুব। রাজকুমারি! আমি কৃতার্থ হলেম্।

(নেপথ্যে সঙ্গীত ও বাদ্যোদ্যম।)

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল-নগর—সুধন্বা ব্যাধের কুটীর।

(সুধন্বার প্রবেশ।)

সুধ। ওলো কাঞ্চনি! কালি চুণি! কোথা লো?—শীগ্‌গির আয়।

নেপথ্যে। কি রে পোড়ারমুকো!—এসেচিস্‌?

(কাঞ্চনীর প্রবেশ।)

কাঞ্চ। আজ যে তোর বড় হাসি খুসি দেখ্‌চি। কথাটা কি? এসব কি এনেচিস্‌?

সুধ। আজ থেকে আমাদের দুঃখু ঘুচ্‌লো,—দেখচিস্‌ কি?

কাঞ্চ। কেমন কোরে?

সুধ। রাজকুমার আমাকে অনেক ধন কড়ি, গয়নাগাঁটি, ও ভাল ভাল কাপড়্‌ দিয়েছেন্‌।

কাঞ্চ। কেন?

সুধ। তা বল্‌চি। কমলসরোবরে পরিরাজকুমারী তিন্‌টী স্নান কত্তে এসেছিল, তারি বড়টীকে ধরে আমাদের রাজকুমারকে ডালি দিয়েচি; রাজকুমার তুষ্ট হয়ে আমাকে এই সকল শিরোপা দিলেন্‌। এমন কখন দেখেচিস্‌? (বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদর্শন।)

কাঞ্চ। তাতো বুঝলেম্‌। এখন কার মেয়ে এনে কা'কে দিলি, পোড়ারমুকো,—তুই যে শূলে যাবি।

সুধ। তা আমি বুঝ্‌বো। তোর এত দায় নেই। রাজার মেয়ে এনে রাজাকে দিয়েচি,—তা'র এত ভাব্‌না কি? তুই আমার চেয়ে কিছু দর্‌বার বুঝিস্‌?

কাঞ্চ। না, তোর তো জম্মটাই দরবারে গেল। দর্‌বার কা'কে বলে জানিস্‌?—কালো কি গোরো, লম্বা কি খাটো।

সুধ। না জানি তোর কাছে শিক্‌বো। নে এখন গয়নাগাঁটী পর্‌। কাপড়্‌ পর;—পোরে গাঁয়ের ভিতর বেড়িয়ে আয়—যে আবাগীরা দেখুক্‌ যে কাঞ্চনী কেমন রূপের ডালি। তোকে দেখ্‌লেই বেটিরে সিউরে উঠ্‌বে। আর আপ্‌সে তাপ্‌সে মোর্‌বে যে কেন আমরা সুধন্বার স্ত্রী হলেম না। দেখিস্‌ এখন কত মেয়ে তোর সতিন্‌ হ'তে চা'বে।

কাঞ্চ। তা তো বটেই। এমন সুখতো আর কোথাও নাই। তোর স্ত্রী হওয়া বড় ভাগ্যির কম্ম।

সুধ। সে তো মিছে নয়। একেবারে এত গয়না কে দিতে পারে? দেখ্‌ দেখি সাড়িটার কেমন বাহার,—যেন আছে কি নেই। তুই এ পোর্‌লে কে বল্‌বে যে কাপড়্‌ পোরেচিস্‌। নে নে গয়না পর্‌, কাপড়্‌ পর, আমি দেখি।

কাঞ্চ। আমি কি জানি কোন্‌ খানে কি পত্তে হয়? তবে যেমন জানি পোর্‌রি। (বস্ত্রালঙ্কার পরিধান।)

সুধ। বেশ্‌ হয়েচে! এই বামা মাসী আস্‌চে।

(বামা বৈষ্ণবীর প্রবেশ।)

বামা। ওলো কাঞ্চনি! তুই নাকি অনেক সোণার গয়না পেয়েচিস্‌? এই যে পোরেচিস্‌ দেখ্‌চি। বেশ্‌—বেশ্‌। আহা! হরি তোদের ভাল করুন! ছুঁড়ির যেমন রূপ,

তা’তে পাঁচ খানা সোণা দানা না হ’লে কি ভাল দেখায়। ছুঁড়ির কি কেশ! —কেশ তো নয় যেন বেশ।

সুধ। মাসি, দেখ্‌তো, ছুঁড়িটা গয়নাগুলা ঠিক্‌লাগিয়েচে কি না।

বামা। (উভরায় হাস্য পূর্ব্বক) ওলো-কাঞ্চনি, এ কি কোরেচিস্‌!—পাঁচনরি পায়ে, গোলমল গলায়, সব উলটো পালটা হয়েচে যে। খোল্‌ খোল্‌। আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

সুধ। দেখ্‌ মাসি, আমি ওকে কত বার বল্‌লেম্‌ যে পাঁচ-নলিটা কোমরে পর, তবু ও ঐ পায়ে পল্‌লো।

বামা। আরে হতভাগা, পাঁচনরি কি কোমরে পরে? সে গলার অভরণ—গলায় পরে। তুই যেমন গুরু, ও তেমনি চেলা।

সুধ। মাসি, সে আচ্ছা বলেছো। ছুঁড়ি ভারী মগ্‌রা। দেখ দেখি, এখন কেমন দেখাচ্চে!

কাঞ্চ। পোড়ার মুকো!—তুই দেখ্‌। তুই যে বল্লি আমি সব্‌ পরাতে জানি।

বামা। হরির কি ইচ্ছে, কাঞ্চনি লো! তোর যেমন অনেক দিন থেকে সাধ ছিল, যে নীচজেতের ঘরে কৃষ্ণ যেমন তোকে কিছু রূপ দিয়েচেন, তেমনি দশখানা সোণা দানা হ’লে সে রূপের আরো ছটা বেরয়, হরি এত দিনে তোর সে সাধ পূরালেন। আহা! পাক্‌মারায় যা করে, হয়তো তালুকদারে তা পারে না। সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছে। কি ছোট, কি বড়, কি দুঃখী, কি ধনী,—সকল ঘরেই মেয়ে জেতের স্বভাব সমান। দশখানা সোণা দানা, জড়ি জড়াও, হীরে

মুক্ত পর্‌বো,—সকল মেয়েরি সাধ। দেখ, আমি ছেলে বেলা রাঁড়্ হয়েচি,—কোন সুখই জানিনে, তবু গলায় এক ছড়া সোণার দানা পরেছি, ও ইচ্ছে হচ্চে যদি আরো এক নর বাড়ে, কি আর একটু মোটা দানা হয়, তো আরো ভাল হয়। দিনের মধ্যে দশবার সেই দানাকে মাজি ঘষি, ও পথে যা'বার সময় কাপড়্ খানা এট্‌টু নোল্ করে পরি, যে সেখান্‌ডা ঢাকা না পড়ে,—অর্থাত্ কি না দানা ছড়াটা বেশ্ দেখা যায়। আর তসরের কাপড়্ গায়ে থাকে না, তা'তেও এট্‌টু সুবিধে বোল্‌তে হ'বে। কিন্তু যা'র দশখানা অঙ্গে আছে, সেই সোণা মেয়ে ভাগ্যিবতি, ঘরের লক্ষ্মী। আর যা'র কিছু নাই, সে মাগী অলক্ষ্মী ও ঘরের বালাই। আর মেয়ে জেতেরো বলি,—সোণা পোরে আশ্ মেটে না। যদি সুমেরু পর্ব্বতের চুড়ো ভেঙ্গে এনে মেয়ে মানুষের খোঁপায় বেঁধে দাও, তবু ঘাড়্ ভাঙলেও বোল্‌বে না যে লাগ্‌চে, কারণ সে যে সোণা,—চিক্ চিক্ করে। কাপড়্ যত দামী হোক্, যদি সরু না হয় তবেই সর্ব্বনাশ,—অম্‌নি মুখ বেঁক্‌লো। কাপড়্ অঙ্গে আছে কি নেই, এমন না হ'লে সে কাপড়্ই নয়। হোক্ তা যখনকার যেমন, এ বলে কি পোর্‌বে না? মেয়ের কোন্ খান্‌ডা বা বল্‌বো। হাঃ কৃষ্ণ! আহা!—তোরা সুখে থাক্। কাঞ্চনি, আমি চল্‌লেম্।

সুধ। মাসি, আমি তোকে শিকার করে এনে দেবো, খাবি?

বামা। দূর হতভাগা! আমি একে বিধবা, তায় বৈষ্ণবী। আমি কি মাচ্ মাংস খাই রে? (মৃদুস্বরে)

তবে হরিণমাস্ লোকে বলে শুদ্ধ। খেলেও ক্ষতি নেই। যা হয় কোরিস্। আর কাকুই বোলিস্নে যেন, যে বামা মাসী এ খায়, বামা মাসী সে খায়। ক্রমে সকলি চলন হ'বে। হয়েচে কি না তাই বা কে জানে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি এখন চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সুধ। দেখ্ দেখি, এখন তোকে কেমন দেখাচ্ছে! এখন তোর ছিরি খানি যেন "আহা মরি"।

এত দিনে কাঞ্চনী লো হোলি রূপের ডালি।
মাথায় কোরে রাখ্‌বো তোরে ঘুচ্‌বে মনের কালি॥
আপ্‌সে তাপ্‌সে মর্‌বে ফেটে দেখ্‌বে যারা তোকে।
ডাক্‌লে ফিরে নাহি চাব মর্‌বে তারা শোকে॥ *

(সানন্দে স্ত্রীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৃত্য।)

নেপথ্যে সঙ্গীত।

রাগিণী বাগেশ্বরী।—তাল আড়া।

এত দিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল।
কন্দর্পের ফাঁস লয়ে বন মাঝে রহিল॥
বসন্তে প্রফুল্ল ফুল, লোভে ধায় অলিকুল,
গন্ধে আমোদিত বন মুনিমন টলিল॥

[প্রস্থান।

* কিম্বা { দেখ্‌বে চেয়ে যত মেয়ে শোকে অঙ্গঢালি।
আহ্লাদেতে নাচ্‌বো আমি দিয়ে করতালি॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরিরাজপুর।

(প্রমীলা ও লীলার প্রবেশ।)

প্রমী। দেখ্, লীলে, কতদিন হয়ে গেল আমরা এসেচি, তবু রাজাকে জানান হলোনা, যে ক্ষণপ্রভার অদৃষ্টে যা ঘটেচে। এর পর আমরা সকলে দোষী হবো। একথা ভাল নয়, বুঝে দেখ্।

লীলা। তা তো বটে। আহা! আর কি আমরা ক্ষণ-প্রভাকে দেখ্‌তে পাবো। তুই রাজার ভয়ে কাতর হোচ্চিস, ভগ্নীর স্নেহে আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে।

প্রমী। তোমরা যতই বল, কিন্তু আমার মনে লাগ্‌চে না যে ক্ষণপ্রভা আর আস্‌বে না। সে যা হোক্ চল, এখন গিয়ে রাজাকে বলি যা যা হয়েচে। সত্যি কথা বলাই ভাল, তার পর যার ভাগ্যে যা থাক্।

(দমনিকার প্রবেশ।)

এই মুক্‌গোম্‌ড়া মাগী আস্‌চে! ওর মুক্ দেখ্‌লেই আমার ভয় হয় যে একটা না একটা মন্দ খবর আন্‌চে; যেন আঙ্গারের নৌকো ডুবেই রয়েচে।

দম। তোরা আমার কথা কি বল্‌ছিলি—বল্‌তো শুনি?

প্রমী। না এমন কিছু বলি নাই, তবে এই বল্‌ছিলেম যে মাগীর মুক্‌টো সর্ব্বদাই বিরস,—যেন পোড়ার মুক পুড়েই রয়েচে।

দম। তবে আর কি না বোলেচিস্? অমনি কোরে একটা বোন গেল। গেল তা ভালটাই গেল। বিধেতার কি বুদ্ধি!—বেচে বেচে নিলে।

প্রমী। গেল কোথা? তুই তো ভূত ভবিষ্যত্‌ সব জানিস্—বল্‌না।

দম। চুপ্ কর গো লক্ষ্মীরে, রাজা আস্‌চেন। মেয়ে তো নন্,—যেন এক একটী সুলোচনা ঠাক্‌রুণ্।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। কহ কন্যাগণ, ক্ষণপ্রভা কোথায়? তোমরা সকলে এলে, সে কোথা রইলো? আর এ পর্য্যন্ত এক কথাও আমাকে জানালে না যে তা'র কি হয়েচে। তোমাদের বিলক্ষণ ভগ্নীস্নেহ বটে।

প্রমী। মহারাজ, আমরা মনোদুঃখে আপনাকে জানাই নাই। ভগ্নী ক্ষণপ্রভা বড় বিপদে পড়েচেন। এসে দমনিকাকে বলিচি।

রাজা। দমনিকা আমাকে এক কথাও বলে নাই। অন্তঃপুরের মধ্যে কি হয়, তাতো আমার জানা উচিত। এখন কি হয়েচে তা বল।

প্রমী। যা হয়েচে সব বল্‌চি। আমাদের দোষ থাকে মার্জ্জনা কোর্‌বেন। আমরা আপনকার অনুমতি পেয়ে যৌবনাশ্ব রাজার অধিকারে মর্ত্ত্যলোকে যে অতিবড়

বিস্তীর্ণ ও নিবিড় বন আছে, সেখানে গিয়ে মনোহর কমলসরোবরে স্নান কত্তে নাব্লেম; তা'র কিঞ্চিৎক্ষণ পরে, ক্ষণপ্রভা অকস্মাৎ কি পীড়া হয়ে আমাদের ডেকে বল্লে, যে "আমার হাত্ পা ভেরেচে, আর কে যেন আমাকে টান্চে"। আমরা সকলে ভয় পেয়ে ডেঙ্গায় উঠে পড়্লেম; সেই সময় দেখ্লেম, যে এক জন কিরাত তীর-ধনু হাতে করে রয়েচে। দেখ্তে দেখ্তে ক্ষণপ্রভাকে টেনে উপরে তুল্লে। আমরা তাই দেখে ত্রাসে পালিয়ে এলেম। বোধ হয়, যে ঐ ব্যাধ ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে ক্ষণপ্রভাকে বদ্ধ করেছিল। তা'র পর নিয়ে গিয়ে অবিশ্যি তা'র দেশের রাজাকে, কি রাজকুমারকে, উপহার দিয়ে থাক্বে। আমাদের বস্ত্রালঙ্কার সকলি সরোবরের তটে পড়ে রইলো। প্রাণের ভয়ে আমরা আর সে সকল কিছু দেখ্তে পাল্লেম না। আমরা অবলা, মহারাজের কন্যা হয়েও ভিন্নাধিকারে সহসা কোন বল প্রকাশ কত্তে পার্লেম না। তা হ'লে হয় তো তিনজনেই একেবারে বদ্ধ হতেম। ক্ষণপ্রভা অনেক কাকুতি মিনতি কত্তে লাগ্লো, তা শুনে আমরা বড় কাতর হলেম। কিন্তু কিছু কত্তে পাল্লেম না, ও কিরাত আর্দ্র হলো না।

রাজা। ভাল, সে বনে কোন তপস্বী আছে?

প্রমী। থাক্লে থাক্তে পারে, কিন্তু আমরা কাকুই দেখি নাই।

রাজা। আমি তখনি তোমাদের বলেছিলেম, যে মর্ত্য-লোকে অনেক বিঘ্ন আছে; কিন্তু তোমরা তখন সে কথার

কিছু গৌরব কল্লে না। তা'র ফল এই হলো, যে মেয়েটী বিপাকে পড়ে মারা গেল ; আর তা'র জন্যে যুদ্ধও ঘট্লো। যেহেতুক বিনা যুদ্ধে আমি ক্ষান্ত হ'তে পারিনে। (রাজার অধোমুখে চিন্তা।) দমনিকা কোথায় ?

দম। মহারাজ, এই যে আছি।

রাজা। ভূত ভবিষ্যত্ তোমার অগোচর নাই। তুমি গণে দেখ রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা আছে কি নাই।

দম। যে আজ্ঞে। (গণনা করিয়া) মহারাজ, ক্ষণপ্রভা ভূলোকে যৌবনাশ্ব রাজার অন্তঃপুরে আছে,—কিঞ্চিৎকাল পরে মুক্ত হ'বে।

রাজা। তবে তোমরা এখন অপর প্রকোষ্ঠে যাও, আমি মন্ত্রীর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি।

দম। যে আজ্ঞে।

[প্রমীলা, লীলা ও দমনিকার প্রস্থান।

রাজা। অরে, কে আছিস্ !—মন্ত্রীকে ডাক্।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

রাজা। (স্বগত) একে নারীবুদ্ধি, তায় বালিকা, কিছুই বোধ নাই, তবে তা'দের সঙ্গে কিছু সৈন্য না দেওয়াই সত্ পরামর্শ হয় নাই। যা হয়েছে এখন তা'র অনুশোচ করা বৃথা!

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। যা হয়েচে শুনেচ তো ?

মন্ত্রী। মহারাজের প্রমুখাৎ না শুনি, কিন্তু পরম্পরা সব শুনেচি। আমরা পূর্ব্বে জান্তে পার্লে রাজকুমারীদের গমন নিবারণ কত্তেম।

রাজা। এখন কর্ত্তব্য কি? রাজকুমারী যৌবনাশ্ব রাজার পুরীতে বদ্ধ আছেন।

মন্ত্রী। সম্ভব বটে। আমার বোধ হয়, যে বিনা যুদ্ধে ক্ষণপ্রভার উদ্ধার হ'বে না। কিন্তু সম্মুখে বর্ষা, সম্প্রতি উপত্যকাবাসী অধীন রাজাদিগকে আদেশ করা যাক্, যে তাহারা সসৈন্য যৌবনাশ্ব রাজার রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করুক। যৌবনাশ্ব রাজার সৈন্য ক্ষয় হ'তে রাজা পরাজয় হ'বে, নতুবা শীতের আরম্ভে আমরা গিয়ে তা'র রাজধানী একেবারে আক্রমণ কর্‌বো।

রাজা। হউক। এই সত্ পরামর্শ বটে। তবে সত্বরে অধীন রাজাদিগকে সংবাদ কর। আর ইতিমধ্যে ভাবী সংগ্রামের যে সমস্ত আয়োজন কর্ত্তব্য, তাহাতেও উদ্‌যোগী হও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল-রাজধানীর অন্তঃপুর।

(রাজকুমার ও ক্ষণপ্রভার প্রবেশ।)

রাজকু। লোকে বলে বিবাহের জল পেলে মেয়েদের শ্রী ফেরে, কিন্তু প্রিয়ে, তুমি দিন দিন কেন ক্ষীণ ও মলিন

হচ্চো ?—তোমার বিধুবদনে আর সে জ্যোতি দেখি নে।

ক্ষণপ্র। স্বামিন্, আমি সদাই দুঃস্বপ্ন দেখ্‌চি, যেন পিতা রজতগিরি-রাজ আমার প্রতি কোপ করেচেন, থেকে থেকে আমার ডান্ অঙ্গ স্পন্দন কচ্চে, ডান্ চোক্ নাচ্চে, আর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে;—এটা ভারী অলক্ষণ, ও তাই ভেবে ভেবে আমি মলিন হচ্চি। নচেৎ স্বামী-সহ-বাসে ঐশ্বর্য্যভোগে অট্টালিকার মধ্যে কোন্ নারী অপ্রফুল্ল হয় ?

রাজকু। তা বটে, কিন্তু জীবিতেশ্বরি, দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর; পিতা কোপ কল্লে কন্যার ত্রাস জন্মে বটে, কিন্তু যৌবন-কালে ভর্ত্তাই তো নারীর রক্ষক হন; তবেত আমি বিদ্যমানে মর্ত্ত্যলোকে তোমার কোন ভয়েরি কারণ নাই।

ক্ষণপ্র। যদি কপালক্রমে তোমাকেই হারাই, তাই বা কে বল্‌তে পারে। আর যদি এমন কিছু দুর্দৈব না হ'বে, তবে আমিই বা কেন এমন বিষণ্ণ হচ্চি ?—সাধ কোরে কে অসুখী হয় ?

(কাচিত্ পরিচারিকার প্রবেশ।)

রাজকু। সমাচার কি ?

পরিচা। মহারাজ আপনাকে ডাক্‌চেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে সভাতে বসে আছেন, কোন গুরুতর বিষয়ের নাকি পরামর্শ আছে।

রাজকু। বল গিয়ে আস্‌চি।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

কি বিষয়ের পরামর্শ, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে ; তবে পর-ম্পরা এই কথা শুন্‌চি, যে উপত্যকাবাসী রাজারা নাকি আমাদের রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করেচে। তা'রা বোধ হয়——

ক্ষণপ্র। রজতগিরি-রাজের অধীন। তুমি নিশ্চয় জান্‌বে যে পিতার অভিপ্রায় ভিন্ন ঐ সকল রাজাদের হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বার কোন স্বার্থ নাই।

রাজকু। তবে বোধ হচ্চে আমাকেই বা যুদ্ধে যেতে হয়। প্রিয়ে! শঙ্কা ত্যাগ কর। যখন রাজমহিষী হয়েচ, তখন সংগ্রামে শঙ্কা করা তোমার পদের অযোগ্য। আমি শুনে এসে বলচি।

ক্ষণপ্র। সমরে আমার শঙ্কা নাই। পাছে তোমার বিচ্ছেদে মরি,—এইমাত্র ভয়। তবে এসো।

[রাজকুমারের প্রস্থান।

বোধ হয় আমারি কপাল ভাঙ্‌বে; মন্দটা মন আগেই জানতে পারে। পুরুষেরা তা বোঝে না। সার কথা এই যে রজতগিরিরাজের কন্যাকে হরণ কোরে নির্ব্বিঘ্নে থাকা,—সে নিতান্ত অসম্ভব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজভবন।

(রাজা, মন্ত্রী, যুবরাজ, পারিষদগণের প্রবেশ।)

রাজা। আমরা সম্প্রতি এই সম্বাদ পেয়েচি যে আমাদের রাজ্যের সীমান্তে উপত্যকাবাসী যে সকল রাজারা বাস করে, তা'রা আমাদের রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ কোরে কিয়দংশ অধিকার করেচে। তা'দের সত্বরে দমন করা অতি আবশ্যক। অতএব পুত্র, তুমি সসৈন্য অগৌণে তথায় গিয়ে অরিসৈন্য সমরে সংহার কর। তোমার অনির্ব্বচনীয় বাহুবল ও রণ-কৌশল জম্বুদ্বীপে বিখ্যাত আছে, প্রাচীন সেনাপতিগণ যাদের বিক্রম তোমার অবিদিত নাই, তা'রা তোমার সহকারী হ'বে, তবে সত্বর হও।

যুব। মহারাজ। আপনকার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য কল্‌লেম। আয়োজন হ'বামাত্র আমি যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বো। আপনি উৎকণ্ঠা দূর করুন।

রাজা। শুভমস্তু। দেবগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। তবে সমবেতা সেনা কালি নিরীক্ষণ করুন। আজ্ঞা হয়তো সেনা ও সেনাপতিগণকে সসজ্জ হ'তে আদেশ করি। ইতিমধ্যে শিবিরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সকল আহরণ করা যাউক।

নাই। সম্প্রতি আমি সসত্ত্বা ও প্রসবের কাল সমীপ হয়েচে। অতএব এ সময় আমাকে ত্যাগ করে যুদ্ধে যাওয়া নিষ্ঠুরতা কি না তা আমাকে বল। তবে অনুমতি কর আমি তোমার অনুগমন করি।

স্ত্রী-পুরুষ দুয়ে এক একে দুই কায়।
কিরূপে প্রভেদ করি ত্যজিবে আমায়॥
যথা পতি তথা সতী বিধির লিখন।
আমার দুর্ভাগ্য বোলে করিছ খণ্ডন॥
তবে যদি রণে যাবে সঙ্গে লহ জায়া।
না হবে বিচ্ছেদ যথা কায়া সহ ছায়া॥
রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবেশ কৃষ্ণা সঙ্গে নিল।
অরণ্যের বহু কষ্ট তাহে না জানিল॥

(স্বামির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া রোদন।)

যুব। প্রেয়সি! আর রোদন করো না। আমি তোমার নিকট প্রাণ রেখে চল্লেম।

ক্ষণ। (সরোদনে) তুমি তো প্রাণ রেখে যাচ্চো না কিন্তু প্রাণ নিয়ে যাচ্চো বটে।

যুব। প্রিয়ে, ধৈর্য্য হও, আর প্রসন্ন বদনে আমাকে বিদায় দেও,—আমি শিবিরে গমন করি। তোমার চক্ষের জল আমার বক্ষঃ ভেদ কচ্চে। (ক্ষণপ্রভার অশ্রুমোচন।)

ক্ষণ। (সাশ্রুমুখী) আমার কি অদৃষ্ট!—পিতা মাতা ভগ্নি ভ্রাতা সকলি হারালেম। তা'র পর যে স্বামী পেয়েছিলেম সে মনের মত বটে, আর সংসারে সেই স্বামী মাত্র

আমার ভরসা ছিল, কিন্তু বিধি তাতেও আমাকে বঞ্চিত কল্লেন। অতএব আমার মত অভাগিনী-নারী বুঝি আর এসংসারে নাই। এর পর ভাগ্যে আরও কি আছে তাও বল্‌তে পারিনে। যা দেখ্‌চি সকলি অমঙ্গল। তাতে মনের মধ্যে এমন ভরসা হচ্‌চেনা যে আর আমার ভাল হবে। এ দিকে আবার অন্তরাপত্য; তাতে যে কিছু আশার উদ্রেক্ হয়েছিল, তা এখন সমূলে নাশ হচ্‌চে। অশ্বতরী কেবল আপনার নাশের নিমিত্তেই গর্ব্ভ ধারণ করে। বোধ হয় আমারো তাই ঘট্‌বে। এখন আমার মরণেই জীবন ও জীবনেই মরণ। ইচ্ছে হয় যে কৃতান্ত শরণ লয়ে জীবন জুড়াই। (রোদন।)

যুব। প্রিয়ে, আমার যাত্রাকালে তোমার এরূপ অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে। বরং এক্ষণে দেবতাদের মান, যে উপস্থিত সংগ্রামে জয়ী হয়ে তোমার সহিত সত্বরে সংমিলন করিতে পারি। অতএব প্রসন্ন হয়ে বিদায় দাও যে শুভ ক্ষণে যাত্রা করি।

ক্ষণ। তবে আর কি বল্‌বো,—এসো। (স্বামীর কর গ্রহণ করিয়া) দাসীকে মনে রেখো এই মিনতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—অনাগত-বাদীর গৃহের সম্মুখে।

(অনাগত-বাদী ও কিয়দ্দূরে বামা বৈষ্ণবীর প্রবেশ।)

অনা। ওগো বামা ঠাক্‌রুণ, কোথা যাও? শোন শোন।

বামা। (মৃদুস্বরে) আজ্ প্রাতঃকালেই এই অনামুকো বেটার মুখ্ দেখলেম্, না জানি কপালে কি আছে। মেয়ে-জেতের এমন শত্রু বুঝি আর সংসারে নাই। আজ্ অন্ন নাই বেশ দেখ্‌চি। তার পর আর কি ঘটে বল্‌তে পারিনে।

অনা। আপ্‌না আপ্‌নি কি বোক্‌চো? এদিকে এসো—শোন।

বামা। কি শুন্‌বো? (নিকটস্থ হওন)

অনা। বলি কোথা গেছ্‌লে?

বামা। রাজবাটীর অন্তঃপুরে কিছু বিত্তি আছে তাই সাধ্‌তে গেছ্‌লেম। আহা! রাজকুমার বিদেশে এবং বউ-রাণী কাতর,—পুরনারীদের সুখ নেই।

অনা। তায় তোমার আমার ক্ষতি কি?

বামা। তোমার না হোক্—আমার বটে।

অনা। তোমার নিজের যা আছে তাতেই তো তোমার স্বচ্ছন্দে দিন যাপন হয়, তবে বিধবা মানুষ দ্বারে দ্বারে কেন বিত্তি সেধে মর।

বামা। তোমার তায় কি কষ্ট আছে?

অনা। আমার আর কষ্ট কি; তবে বিধবা মানুষ

সর্ব্বদা এদিক্ ওদিক্ বেড়ালে আচার বিচার ও সম্ভ্রম থাকে না। এটা দেশেরও অনিষ্ট। তা কেন—তোমার আপনাতেই দেখ না।

বামা। আপনাতে কি দেখ্‌বো ?

অনা। এদিকে তিলকসেবা কর, বল বৈষ্ণবী, তায় বিধবা, নিরামিষ খেতে। আবার না কি তাও এখন ছেড়েচ ?

বামা। রাধেকৃষ্ণ ! যে বলে তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দি—চিরদিন হবিষ্যি কোরে এখন শেষ কালে কি আমিষ খাবো ? তবে বড় চিংড়ি পেলে খেয়ে থাকি বটে। হাতে হরিনামের মালা আছে মিছে বোল্‌বো না।

অনা। সেটা কি তবে ?

বামা। কেন—তাতে কি আঁষ্ আছে ? যাতে আঁষ্ নেই সেটা মাছের মধ্যেই নয়। তুমিতো অনেক শাস্ত্র পড়েচ, জ্যোতিষ দেখেচ, বল দেখি, যাতে আঁষ্ নেই সেটা আমিষ হতে পারে কি না ?

অনা। তাতো বটেই। বেশ বার করেচ! তাইতো বল্‌চি এখনকার বিধবারা যা খায়, সধবারা তা চোকেও দেখ্‌তে পায় না। প্রাচীনকালে বিধবারা শয্যায় শয়ন কত্তো না, ধরাশয়নে থাক্‌তো, মাথায় চুল রাখ্‌তো না। একাহারী, হবিষ্যাশী, এবং তেজস্কর দ্রব্য মাত্রই আহার ছিল না, অর্থাৎ যাতে আত্মসুখ জন্মে বা মনের প্রফুল্লতা হয়, তার লেশমাত্র জান্‌তো না; এখন প্রায় তা নেই। সুভোজন ও উত্তম পরিধান ও কোমলশয্যা,—এই তিনটী আগে, তার পর কখন কখন কবরীতে সুগন্ধী কুসুমমালা

দিয়াও অলিকুলকে ব্যস্ত করেন। প্রাচীনকালে বিধবারা প্রায় ক্রমশঃ শ্রীহীন হইত, এক্ষণে তার বিপরীত হচ্চে। এখন বিধবা হলেই পুষ্টি হয় ও লাবণ্য বাড়ে।

বামা। তার কারণ এই, যারা আমিষ ত্যাগ করে হবিষ্য ধরে, তাদের একটু ছিরি হয়। ঘি দুধের গুণ নেই? কি পোড়া মানুষ! আর হবিষ্যি কল্লেই যে কাঁচ্‌কলা সার কত্তে হবে, এমন কথা নয়। তবে অনেকে বৈধব্য-ধর্ম্ম রাখ্‌তে পারে না, একথাও মানি। যে পারে না সে পারে না, আমার তায় কি?

অনা। তুমিতো রাখ—সেই ভাল।

বামা। কোন্ পোড়ারমুকো বলে যে আমি রাখিনে!

অনা। তুমি রেতে কি খাও?—হাঁগো ঠাক্‌রুণ!

বামা। কেন—ফলার করি, তায় দোষ কি?

অনা। তা বটে, রেতে আর রাঁদ্‌তে পার না—ভিজিয়ে খাও। গহনাওতো পরো? এইতো গলায় দানা দেখ্‌চি!—আর কি আছে?

বামা। আর কি পোরি, বল্‌তো পোড়া মানুষ।

অনা। কেন কোমরে!

বামা। সে কাজকর্ম্মে কখন কখন গোট্‌ছড়াটা কাঁকালে দেই,—এতেই কি জাত্ গেল?

অনা। (উভরায় হাস্য) তাইতো বোল্‌চি গো,—তুমি যে এত পটো পটো, তোমার এই কাণ্ড! এখনকার আচার বিচার দেখে ইচ্ছে হয় না যে মেয়েমানুষের মুখ দেখি।

বামা। আহা! হরি না করুন, যে তোমার দেখ্‌তে

হোক্। তুমি যেমন মেয়ে জেতের শত্রু, তেমনি তাদের শাঁপেই তুমি শীগ্‌ঘির অধঃপাতে যাবে। লক্ষ্মী সরস্বতী সতী ভগবতী এঁরা সকলেই স্ত্রীজাতি। যিনি মহাদেব, তিনিও ভগবতীর পাতুখানি বুঁকে ধরে রয়েচেন। একি কখন চোকেও দেখনি?

অনা। তা তাঁর গরজ পড়ে থাকবে, তিনি পায়ে ধরে ছিলেন; এ বলে সেটা পাড়াপ্রতিবাসীর পক্ষে চলন হতে পারে না।

বামা। কি পাষণ্ড! হে হরি, এমন নরাধমকেও বসু-মতী ধারণ কচ্চেন। যমপুরে তো চৌষট্টী নরক আছে, তার মধ্যে একটীতেও কি দুহাত স্থান নেই যে আমাদের গ্রামের গণকঠাকুর বাস করেন!

অনা। যদি আমাকেই সেখানে যেতে হয়, তবে তোমাকেও কোন্ না যেতে হবে?

বামা। ছারকপাল! আমি ডঙ্কা মেরে ঠাকুরবাড়ী যাবো।

অনা। এও সেই দিকে। আর এট্‌টু দক্ষিণে গেলেই হবে, আমি মুকে বলাতেই যদি আমাকে সেখানে যেতে হয়, তবে তুমি বিধবা হয়ে পেট ভোরে মাচ খেয়ে গোট্ পোরে সেই চৌষট্টী নরকের মধ্যে কেন যে দুহাত, নিদেন্ দেড় হাত স্থান পাবে না, তা আমি বুঝ্‌চিনে।

বামা। হরি ত্রাণ কর! আজ কি পাপের হাতেই পড়েছি। কেন বা মত্তে এ পথে এসেছিলেম!

অনা। বামাঠাকুরুণ, তুমি কিছু মনে করো না, কথাটা পড়্‌লো তাই বল্‌লেম।

বামা। আর কি বল্‌বো, কায়মন-বাক্যে এই বল্‌চি তোমার পেরমাই বাড়ুক্‌। জীয়ন্তে মেয়েদের তো এই জ্বলাচ্চো, মোরেও তো আবার ভয় দেখাবে—সে আরো বালাই! এখন চল্‌লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে শিবির।

(যুবরাজ ও মন্ত্রী ও পারিষদগণের প্রবেশ।)

যুব। তবে মন্ত্রি! রাজধানীর সমাচার কি তা বল?

মন্ত্রী। যুবরাজ! সংবাদ শুভ, যুবরাজ্ঞী এক নবকুমার প্রসব করিয়াছেন ও সেই জন্যে রাজধানীতে সমূহ কুতূহল। বৃদ্ধ মহারাজ মুক্তহস্তে দান করিতেছেন। রাজ্যে আর দরিদ্রতা থাকিবে না। "ঈশ্বর রাজ-নবকুমারকে চিরজীবী করুন" সকল মুখেই এই রব। এবং ঘরে ঘরে নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদ হইতেছে।

যুব। সুসংবাদ বটে, দেবগণ কুমারকে রক্ষা করুন!

মন্ত্রী। মহারাজ বালকের নাম কিরীটী রাখিয়াছেন।

যুব। হউক! তবে যুবরাজ্ঞী কেমন আছেন বল?

মন্ত্রী। এই শুভ-ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে যুবরাজ-মহিষীর কাতরতার অনেক সমতা হইয়াছে। তাঁহার কায়িক কুশলও বটে। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজের ক্রমশঃ ঔদাস্যের

বৃদ্ধি হইতেছে। সর্ব্বদাই শত্রুভয় ও দুঃস্বপ্নের শঙ্কা; বোধ হয় আপনকার পুনর্গমনের পূর্ব্বেই বনাশ্রমবাসী হইবেন।

যুব। যাহা হউক, যদবধি আমার রাজ্যে পুনর্গমন না হয়, তদবধি তোমরা রজতগিরি-নন্দিনী ও নবকুমারকে সযত্নে রাখিবে, যে রাজার গমন বা ঔদাস্য হেতু কোন বিঘ্ন না ঘটে। আমার আগমনকালে যুবরাজ-মহিষী যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে আমার অশ্রু নিবারণ করা অসাধ্য হয়। কিন্তু উপস্থিত সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে থাকা, কেবল শৌর্য্য ও বীর্য্যের কলঙ্ক মাত্র। সুতরাং যুবরাণীর রোদনে আর্দ্র হইয়াও আমাকে কঠিন হইতে হইল।

মন্ত্রী। তবে সম্প্রতি আমি বিদায় হই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজভবন।

(রাজা, মন্ত্রী ও পারিষদের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। আজি মহারাজকে কেন এমন বিষণ্ণ দেখ্‌চি ?—ঈশ্বর না করুন যে, রাজ্যে কি রাজবংশে, কোন অকুশল হউক্।

রাজা। প্রায় তাই বটে। কালি নিশীথে ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখেছি, যেন যমদূতের ন্যায় অতিশয় ভীষণ সহস্র সহস্র ভীমমূর্ত্তি তীক্ষ্ণ অসিতে আমাকে ছেদন কত্তে আস্‌ছে, আর বিদ্যুতের ন্যায় অস্ত্র সকল আমার চারিদিকে চক্‌মক্ কচ্চে, ও সেই সময় আমার উদর হতে যেন একটা অজাগর সাপ বাহির হয়ে আমাকে গ্রাস কত্তে আস্‌চে। এমন নিশির স্বপন আর কখন কারু না হোক্। কি ভয়ানক! এ কেবল ভাবী অমঙ্গলের লক্ষণ। বিপত্তিকালে তোমাদের পরামর্শ ভিন্ন আর গতি নাই। কি করি বল! (ঈষৎ চিন্তা পূর্ব্বক) দেখ, নগরের মধ্যে অনাগতবাদী নামে একজন বিচক্ষণ গণক বাস করে, সেই ব্যক্তিই স্বপ্নের অর্থ বল্‌তে পারবে, আর যাতে মঙ্গল হয়, তাও ব্যবস্থা দেবে। তাঁকেই ডাক।

মন্ত্রী। মহারাজ! সে লোক রাজ্যের বড় হিতৈষী নয়, আর অত্যন্ত অন্তর্বিরুদ্ধ; তবে আজ্ঞে হচ্চে, ডাকিয়ে আনি। কেউ যাও,—গণককে ডাক।

পারিষদ। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

রাজা। এরূপ ঘোর দুঃস্বপ্ন বুঝি আর কখন দেখি নাই। বোধ হয়, এ কেবল আমার রাজ্যনাশের, কিম্বা আমারি বিনাশের, লক্ষণ হবে। পুত্র রণস্থলে, চতুর্দ্দিকে শত্রু-সৈন্য বেষ্টন করেচে,—না জানি কপালে কি আছে।

মন্ত্রী। মহারাজ! স্বপ্ন দেখে এত ভয় কেন পাচ্চেন? স্বপ্ন যদি সত্য হতো, তবে চিন্তাযুক্ত রাজারা এক রাত্রের মধ্যেই দরিদ্র হতেন, আর দরিদ্রেরা রাতারাতি বড় মানুষ হতে পাত্তো। স্বপ্ন কেবল চিন্তাতেই জন্মে। সম্মুখে যুদ্ধ উপস্থিত, সেই চিন্তায় মহারাজের মনের বিকলতা হয়ে স্বপ্ন দেখেচেন। তার জন্যে ভাবনা কি?

রাজা। মন্ত্রি, তুমি যদি এরূপ স্বপ্ন দেখ্‌তে, তবে তুমিও এমনি ভাবিত হতে। দেখ এখনও আমার গা কাঁপ্‌চে।

(অনাগতবাদীর সহিত পারিষদের পুনঃপ্রবেশ।)

অনা। মহারাজ! কি আজ্ঞা হচ্চে, কেন ডাক্‌লেন?

রাজা। গত রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি,—তা শুন, ও যে ব্যবস্থা হয় তা আমাকে বল। (স্বপ্ন বিবরণ।)

অনা। (স্বগত) হাঁ, এইবার হাতে পেয়েচি! রাজকুমার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বার বার আমাকে অপমান করেচেন। এবার তার শোধ দেবো, বেশ সময় পেয়েচি।

তবে রাজকুমারকে প্রাণে মার্‌বো না। কিন্তু তার প্রিয়পত্নী পরিরাজ-নন্দিনীকে বনবাস দেওয়াব। এ যদি না করি, তবে আমাকে ধিক্ থাকুক্, ও আমার গণনাতেও ধিক্ থাকুক্! (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি যখন জিজ্ঞেস কল্লেন তখন ভালই হোক্ কি মন্দই হোক্ আমাকে সত্যিই বল্‌তে হয়। গ্রহগণ সম্প্রতি আপনার অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়েচেন, ও সত্বরে গ্রহশান্তি না কল্লে আপনকার রাজ্য দণ্ডারণ্যের ন্যায় ছারখার হবে, এবং আপনকার প্রাণও যাবে। আর মহারাজের পুত্রবধূ পরিরাজকন্যা নিশাচরীবিশেষ, তার নিশ্বাসে রাজ্যের অমঙ্গল হচ্চে, ও তার খর দৃষ্টিতে কালাগ্নি জন্মাচ্চে। তাকে অবিলম্বে বনবাস দিউন, যে সব দিক্ রক্ষা হবে, আর মেষ মহিষ বলিদান করে গ্রহ দেবতাদের শান্ত করুন।

মন্ত্রী প্রভৃতি। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এবেটা বলে কি!—শুনে যে ভয় করে। এমন সুশীলা রাজকন্যা কি আর হবে! আহাঃ!

রাজা। তবে এমন পুত্রবধূকে বনবাস দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাই কর। তবে এই মাত্র ভয় যে পাছে তার শোকে আমার দিগ্‌বিজয়ী পুত্র বিবাগী হয়, সেও অমঙ্গল বটে। ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে, রাক্ষসীকে কিরূপে ঘরে রাখ্‌বো। রামচন্দ্রও সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। তবু সে লক্ষ্মীরূপা।

অনা। মহারাজ! আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার সম্বন্ধে এ কিছু ভারী পণ নয়। আমি হিত্ বল্‌লেম, এক্ষণে মহা-

রাজের যা ইচ্ছে তাই করুন। আজ্ঞে হয় তো আমি আসি।

রাজা। তুমি এক্ষণে বিদায় হও, এর পুরস্কার পরে হবে।

অনা। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

রাজা। তবে, মন্ত্রি, তোমরা সত্বরে পরিরাজ-কুমারীকে বনে প্রেরণ করিবার আয়োজন কর। কমলসরোবর প্রদেশে অতি নিবিড় বন আছে, ও ভয়ানক পশুচয়ে পূর্ণ। বধূকে সেই বনে ছেড়ে এসো। সঙ্গে প্রহরীগণ যাউক্।

মন্ত্রী। মহারাজের এই আজ্ঞা অতিশয় নিষ্ঠুর, ও বোধ হয় ন্যায়মত নহে, তত্রাচ অনুচরদের শিরোধার্য্য।

রাজা। এই কার্য্য নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু এতে যদি রাজ্যের মঙ্গল হয়, তবে কিসে অকর্ত্তব্য? আর যদি অনাগতবাদী রাজকুমারের আততায়ী হয়, তবু একেবারে অপ্রত্যয়-যোগ্য হইতে পারে না। রামচন্দ্র লক্ষ্মীরূপা সীতাকে বন-বাস দিয়েছিলেন, সে কেবল এক জন ইতর রজকের কথায় মাত্র। এতে মানুষের ভ্রম হওনের আটক্ নাই। যাহা হউক্, আমি বধূকে বনবাস দিব। নর ও নিশাচরে একত্রে বাস মনুষ্যের সংহারের কারণ বটে। অতএব ক্ষণপ্রভা বনে যাউক্। সেই তার গৃহ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উক্ত রাজপুর।

(মন্ত্রী ও পারিষদ ও শিশুপুত্রক্রোড়ে ক্ষণপ্রভা যুবরাজ্ঞীর প্রবেশ।)

ক্ষণপ্র। তোমাদের অপ্রসন্ন বদন দেখে আমি ভীত হচ্চি, কহ মন্ত্রি, সমাচার কি ?

মন্ত্রী। পরিরাজকুমারি ! তোমার সুকোমল তনুতে এ আঘাত কিরূপে সহ্য হবে, আমাদের সেই ভয় হচ্চে। সমাচার অতি অকুশল।

ক্ষণপ্র। যাহোক্ বল, এতেও আমার প্রাণ শুকুচ্চে।

মন্ত্রী। মহারাজ যৌবনাশ্ব আপনকার বনবাস আজ্ঞা কল্লেন। এতেই আমরা জীবন্মৃত হয়েচি।

ক্ষণপ্র। (চমৎকৃত হইয়া) আমি না মহারাজের পুত্রবধূ ও প্রিয়তমা কন্যাপ্রায় ? তবে পিতা হয়ে মহারাজ কন্যাকে কিরূপে বনবাস দেবেন ? বোধ হয়, তোমাদের শোন্‌বার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে।

মন্ত্রী। যুবরাজমহিষি ! খেদে আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ হচ্চে। এতে সংশয় মাত্র নাই। সত্যই মহারাজ যা আজ্ঞে কল্লেন তাই আমরা ধর্ম্মভয়ে ও রাজভয়ে আপনাকে জানালেম।

ক্ষণপ্র। আমি কি অপরাধ করেচি যে মহারাজ দুহিতার প্রতি এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞে কল্লেন ?

মন্ত্রী। রাজকুমারি! আপনকার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আমরা আপনকার আর কোন অপরাধ দেখিনা।

ক্ষণপ্র। তবে তাই হবে। মন্ত্রি, আমি অতঃপর শোক-সাগরে পতিত হলেম। অভাগিনীকে পরিত্যাগ করে স্বামী সংগ্রামে গেলেন, অতএব স্বামীপরিত্যক্তা এ অভাগিনী নারী এখন কার শরণ লবে! হে জীবিতেশ্বর! বুঝি আর তোমাকে চক্ষে দেখ্‌তে পাবোনা! (ভূতলে পড়িয়া রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমারি! আর রোদন করো না। সকলি তোমার কপালের দোষ! তুমি রাজ্যেশ্বরী রাজমহিষী হয়ে যে শেষে পথের কাঙ্গালিনী হবে ইহা স্বপ্নের অগোচর! কি বিধির বিড়ম্বনা!

[চেড়িগণ ধরাধরি করিয়া যুবরাণীকে উত্তোলন।

ক্ষণপ্র। (রোদন পূর্ব্বক) আমি কি কুক্ষণে পৃথিবীতে পা দিয়েছিলেম গো, যে আমার কপালে এত দুঃখ ঘট্‌লো! আমার পিতা দেবরাজবিশেষ, স্বামী দ্বিতীয় মেঘনাদ, তত্রাচ আমি পথের কাঙ্গালিনী হলেম! আর এই যে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু, সেই বা আমার বিচ্ছেদে কেমন করে বাঁচ্‌বে। হা বিধি! তোমার মনে এই ছিল! (শিশুকে লক্ষ্য করিয়া রোদন।)

আয় শিশু কোলে করি, বারেক হৃদয়ে ধরি,
দুখিনীর ধন,
জননী জীবন,
কারে দিব আহা মরি!

এখনি বিচ্ছেদ হবে, তায় কি এ প্রাণ রবে,
স্তন্য কর পান,
সুধার সমান,
জনমের মত তবে।
আয় শিশু কোলে করি, বারেক হৃদয়ে ধরি,
হেরে তোর মুখ,
ফেটে যায় বুক,
হায় হায় মরি মরি!
পিতা তোর গেল রণে, মাতা তোর যায় বনে,
কেমনে বঞ্চিবি,
কার কাছে রবি,
তাই ভাবি মনে মনে।
আয় শিশু কোলে করি, বারেক হৃদয়ে ধরি,
মা বলরে মুখে,
চেপে ধর বুকে,
অনিমিষে তোরে হেরি।
রাজার দুহিতা আমি, যুবরাজ যার স্বামী
কে বাদ সাধিল,
কে সাধে বাধিল,
সে হইবে বনগামী।
আয় শিশু কোলে করি, বারেক হৃদয়ে ধরি,
করিরে চুম্বন
চাঁদমুখে, ধন,
নয়ন ভরিয়া হেরি।

হায় হায় প্রাণপতি, কেন বা ত্যজিলা সতী,
অনাথার প্রায়,
বনবাসে যায়,
অবলার কি দুর্গতি।
দহিছে আমার মন, দাবানলে যেন বন,
কোথা রৈল পতি,
কোথা তার সতী,
বিচ্ছেদে বিদগ্ধ মন।

হা বিধি! কেন আমার প্রতি এত বিড়ম্বনা কল্লে? আমি তো কোন দোষে দোষী নই। আমি পতিকে প্রাণাধিক ভাল বেসেচি এবং ঐকান্তিক ভক্তি করেচি, তবে কেন তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটালে, যে বিদায়কালেও তাঁকে একবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম না? আহা! মুক্তা হতেও মার্জ্জিত দেহ যে শিশুর, তাকেই বা কিরূপে ত্যাগ করে যাই! (শিশুসুতকে পুনর্ব্বার ক্রোড়ে করণ) আয় আয় বাছা, আর কেঁদোনা। জন্মের মত আর একবার স্তন্য দিয়া বিদায় হই। আরও কিঞ্চিৎ গেলে রাখ্‌চি যে ক্ষুধা হলে খাবি। কিন্তু আমার নয়নাম্বুমিলিত সে দুগ্ধে তোর তৃপ্তি হবে না। (শিশুকে পর্য্যঙ্কে স্থাপন।) হে নাথ! তোমাকে উদ্দেশে প্রণাম করে আমি বিদায় হচ্চি। শ্বেত্‌কুসুমের তোমার সে শুভ্রতনু বুঝি আর নয়নে দেখ্‌বো না। (রোদন পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ।)

মন্ত্রী ও পারিষদ প্রভৃতি। যুবরাজমহিষি, তোমার বিলাপ ও করুণাবাণী শুনে রাজ্যের লোকে হাহাকার

কচ্চে। আর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রভৃতি সকলে রোদন কচ্চে, একবার তাদের চেয়ে দেখ।

ক্ষণপ্র। তোমরা সকলকে আমার বিনয় বচনে কহিও যে আমি তাদের নিকট বিদায় হচ্চি। যদি কিছু দোষ করে থাকি, তবে সকলকে ক্ষমা কত্তে বল্‌বে।

[প্রস্থান।

নগরস্থ লোক। নির্দ্দোষী রাজকন্যা—বিশেষতঃ পুত্রের বধূ,—তাকে বনবাসে দিয়ে মহারাজ ঘোর অবিচার কল্লেন্। আমরা এর বিচারার্থী হবো। এমন গণককে শূলে দেওয়া উচিত।

(নেপথ্যে কলরব, মার বেটাকে! মার বেটাকে! রথ ফেরা! রথ ফেরা!)

প্রহরীগণ। আরে থাম! আরে থাম! মহারাজের আজ্ঞে—মহারাজের আজ্ঞে। রাজদ্রোহিতা হবে! রাজ-দ্রোহিতা হবে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কমলহ্রদের সন্নিকটস্থ ঘোর অরণ্য।

(ক্ষণপ্রভার প্রবেশ।)

ক্ষণপ্র। (সাশ্রুমুখী) হা প্রাণনাথ!—তোমার বিচ্ছেদে আমার বনবাস হলো। আমিও সেই অভাগিনী সীতার কপাল করেছিলেম যে, রাজদুহিতা ও রাজবনিতা হয়েও

অরণ্যে রোদন কত্তে হলো। কিন্তু সীতাদেবী বনেতেও আশ্রয় পেয়েছিলেন, আমার কপালে তাও নাই। হা নিষ্ঠুর বিধি! (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ) মা—কি ঘোর বন! এখানে চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ নাই। দিন রাত্ চেনা ভার। হে বিধি তোমার মনে এই ছিল! (অশ্রুপাত পূর্ব্বক) হিংস্রক বনজন্তু পুঞ্জ পুঞ্জ; বাঘ, ভালুক, মৃগ, মহিষ, শূকর, গণ্ডারাদি পালে পালে বেড়াচ্চে, কিন্তু কেউ আমার কাছে আস্‌চে না। কি আশ্চর্য্য! অভাগিনী বলে যমও কি আমার প্রতি বিরক্ত হয়েচেন। যা হোক্, এই তো নিকটে গভীর হ্রদ আছে। যদি এতে গা ঢালি, তবে আমাকে এ বনে কে নিবারণ কত্তে পারে? এখন আমার সেই ভাল; স্বামী গেল, পুত্র গেল, আবার বনবাস হলো; তবে পৃথিবীতে আমার আর কি আছে যে তার জন্যে অরণ্যে বাস কর্‌বো। (ক্রমশঃ হ্রদের নিকটবর্ত্তী হইয়া) এই যে দেখ্‌চি কমলহ্রদ সম্মুখে। একেই তো পঙ্কজ-সরোবর বলে। (তটে উপবেশন।) আহা! সেই কমল-হ্রদ, সেই আমি, সেই বন। কিন্তু এখন সে শোভা নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে সুখ নাই। এত নিবিড় বন, তবু যেন চারিদিক্ শূন্য দেখ্‌চি! বোধ হয়, আমারি চোকের দোষ হবে; কেননা পতিবিচ্ছেদে আমার সে নয়ন নাই, সে মন নাই, সে প্রাণ নাই। এই কমলসরোবর-তটেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে। হে সরোবর! তোমার হৃদয়ে কমল, ও অন্তর শীতল, তবে আমার ভাগ্যে কেন গরল হলো। তোমাতে অবগাহন করে আমি কেন তাপিত হলেম। তোমার

বারিতে কি আছে তা আমাকে বল, নতুবা আমি তোমার গভীর হৃদয়ে ঝাঁপ্ দিয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, ও তুমি স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে। হে সখি তরুলতে! হে প্রাচীন পাদপগণ! তোমরা সাক্ষী থাক সরোবর কোন উত্তর দিল না। আহা! হিংস্রক পশুরাও আমার বিলাপ শুনে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছে, পক্ষিদের মুখে রব নাই, গো মহিষ মৃগেরাও তৃণ খাচ্‌চে না, বারিতে হিল্লোল নাই, বোধ হয় সকলেই আমার দুঃখ দেখে নিস্পন্দ হয়েচে। পতিবিচ্ছেদ ও বনবাস আর আমার সহ্য হয় না!—আমি কমলহ্রদে ঝাঁপ্ দিয়ে দুঃখু দূর করি। দেবগণ, তোমরা সাক্ষী থাক। (আত্মহত্যার মানসে জলে অবরোহণ করিতে উদ্যত।)

আকাশবাণী। রাজতনয়ে! মৃত্যুচিন্তা দূর কর। প্রাচীন কালে বহু রাজমহিষীরাও দৈববিপাকে বনবাস করিয়াছেন, ও চরমে তাঁহাদের কুশল হইয়াছে। সম্প্রতি পিতৃগৃহে বাস কর।

ক্ষণপ্র। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি শুনি! বুঝি আকাশবাণী হবে। কেউ তো এখানে নাই!—তবে তাই হবে। দেখি দেখি দেবতাদের মনেই বা কি আছে। (জল হইতে তটে আরোহণ) এ আবার কে আস্‌চে! শুনেছি এ বনে কোন সিদ্ধপুরুষের আশ্রম আছে। নচেৎ এ অরণ্যে গৃহীলোকের থাকার সম্ভাবনা কি আছে। কোন তপস্বীর ন্যায় বোধ হচ্চে। যে হোক্ এখনি জানা যাবে।

(পরিব্রাজকের প্রবেশ।)

হে তাপস! আমি আপনাকে ধরাবনত প্রণাম কচ্চি।

পরিব্রা। তনয়ে, তোমার মঙ্গল হউক! তুমি কে? কাহার কন্যা? অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না তুমি একাকিনী কেন অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ। একেতো অদৃষ্টপূর্ব্বা রূপসী, তাহাতে মণিময় রত্নাভরণে ভূষিতা, লুব্ধ লোকেরা তোমাকে দৃষ্টিমাত্র মুগ্ধ হইবে। পূর্ব্বকালে দময়ন্তী এই হেতু বিপাকে পড়িয়াছিলেন।

ক্ষণপ্র। বাবা পরম হংস! আমি রজতগিরি-রাজ-কন্যা ও যৌবনাশ্ব রাজার পুত্রবধূ ও যুবরাজমহিষী। স্বামী সংগ্রামে গমন করায় শ্বশুর মহারাজ অসৎপরামর্শে আমাকে বনবাস দিয়াছেন। আমি পতিবিচ্ছেদ ও বন-কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কমলসরোবরে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে, আকাশবাণীতে নিষেধ করিল। অতএব আমি পিত্রালয়ে গমন করিব, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে অভাগিনীর আকিঞ্চন পূর্ণ হউক্। (রোদন।)

পরিব্রা। বালে, অশ্রু মোচন কর! দেবলোক তোমাকে রক্ষা করিবেন। রজতগিরি-রাজ দেবরাজবিশেষ, ও পরি-রাজ্যের অধিপতি। তুমি তাঁহার কন্যা,—শূন্যমার্গে গমন করিতে তোমাদের পরাক্রম আছে। এ পথ মনুষ্যজাতির দুর্গম ও মুনিদেরও দুর্জ্জেয়। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। দিক্‌পালেরা তোমাকে শূন্য-পথে রক্ষা করুন।

ক্ষণপ্র। আর একটী কথা নিবেদন করে আমি বিদায় হবো। আমি পতিবিচ্ছেদে কাতর, আমার বনবাস হওয়া শুনে স্বামী অবশ্যই আমার অন্বেষণে এই বনে আস্‌বেন,—এতে

কোন সন্দেহ নাই। আমি এই হীরক অঙ্গুরী আপনকার নিকট রেখে যাচ্চি,—আপনি কৃপা করে আমার দুঃখের কথা তাঁকে জানিয়ে অঙ্গুরীটী তাঁকে দেবেন, আর বল্‌বেন, যে কদাচ তা ছাড়া না হন্‌, তা হলে কোনক্রমে আর আমাদের মিলন হবে না। অঙ্গুরী দুর্গমে তাঁকে রক্ষা কর্‌বে।

পরিব্রা। আর কিছু কথা থাকে তো বল,—অঙ্গুরীতো দেবই।

ক্ষণপ্র। না, আর এমন কিছু কথা নাই। তবে দুর্গম বন, পথের মধ্যে উষ্ণ নদী, ও নিশাচরী, ও অজগর ভুজঙ্গ, ও রাক বিহঙ্গ আছে, তাহা আপনকার অগোচর নাই, এ সকল হতে অঙ্গুরী রক্ষা করবে। তত্রাচ আপনি উপায়ান্তর কোর্‌বেন যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে এ সকল অতিক্রম করে রজতগিরিপুরে যেতে পারেন। তবে আমি এখন আসি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অনতিবিলম্বে আমি সেই হারাপতি লাভ করি।

পরিব্রা। তনয়ে, তোমার মঙ্গল হউক! দিক্‌পালেরা তোমাকে শূন্যপথে রক্ষা করুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজভবন।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! বধূরাণীকে বনবাস দিয়ে প্রহরীগণ

প্রত্যাগমন করেচে, এবং সকলেই চক্ষের জলে ভাস্‌চে, আর রাজ্যের লোক হাহাকার কচ্চে ও গণককে শাপ দিচ্চে। আমি মহারাজের প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যে কোন অমঙ্গল হলে সকলেই আমাকে আগে দোষী করে। মহারাজের এই কর্ম্ম লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় বিরুদ্ধ হয়েচে, এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলেচি—এখনও বল্‌চি।

রাজা। (ঈষচ্চিন্তা পূর্ব্বক) যুদ্ধের সমাচার কি?

মন্ত্রী। জনশ্রুতি এইরূপ যে যুবরাজ যাবদীয় শত্রুগণকে পরাজয় করে তাদের বন্দী করেচেন, ও নগরে আস্‌চেন।

রাজা। যুবরাজকে শুভদিন দেখে রাজমুকুট দাও। আমি বনাশ্রমে গিয়ে এখন পরকালের চিন্তা কর্‌বো। এই ব্যাপারে রাজ্যের লোক নাকি আমার বিরাগ করেচে শুন্‌চি।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমার এই সমাচার শুনে একেবারে ভগ্নমনা হবেন;—সিংহাসনে আরোহণ করা দূরে থাকুক্।

রাজা। এক্ষণে এর আর কোন উপায় দেখিনে। বোধ হয় অনাগতবাদী দৈবজ্ঞ প্রতারণা করেচে। যা হ'ক্, রাজকুমার সিংহাসনারোহণ কল্‌লে এর বিচার হবে।—“নহ্যমূলা জনশ্রুতি”। বহু লোকে যে কথা বলে তা মিথ্যা নয়। বোধ হয়, যুবরাজ-মহিষী নির্দ্দোষী। রাজকুমারের মনের ভাব বুঝে যা বিবেচনা হয় কর। আমি ত্বরায় আশ্রমে যাব। দেখ, আমি দিন দিন অবসন্ন হচ্চি। পুত্রবধূর বনবাস হওয়াতে আমার গৃহ অরণ্যের ন্যায় হয়েচে! পুরবাসী দাস

দাসীগণ সকলেই মলিন। কাহারো মুখে রব নাই, উদ্যানের পশু পক্ষিগণও প্রায় আহার ত্যাগ করেচে; মাতৃহারা দুগ্ধপোষ্য শিশু সর্ব্বদাই রোদন কচ্চে, তা শুনে আমার গৃহে এক ক্ষণ থাকারও মন নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি—রাজপুর।

(রজতগিরিরাজ ও দমনিকার প্রবেশ।)

রাজা। কেহ দমনিকে, আজ্ নগরের মধ্যে কিসের কোলাহল? তুই এত দ্রুতগতি আস্‌চিস্ কেন?

দমনিকা। মহারাজ! আজি আমাদের সুপ্রভাত নিশি,—রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা এলেন। সেই জন্যে মহারাজকে সমাচার দিতে আস্‌চি; নগরে আনন্দের সীমা নাই।

রাজা। কি! রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা এলো! আহা! শুনে কি সুখীই হলেম; আমি এতদিনে হারারত্ন পেলেম্; এই যে আস্‌চে, আয় আয়।

(ক্ষণপ্রভার প্রবেশ।)

সুকুমারি, তোমার কুশল কহ।—পৃথিবীতে কি বিপদে পড়েছিলে, আর কিরূপেই বা উদ্ধার হয়ে এলে? তোমাকে চক্ষে দেখ্‌বো এ আর আমাদের মনে ছিলনা। (আনন্দাশ্রুপাত।)

ক্ষণপ্রভা। (সাশ্রুমুখী ধরাবনত প্রণাম পূর্ব্বক) পিতা আমার দুঃখের কাহিনী অতি বিস্তার। সংক্ষেপে নিবেদন

করি! কমলসরোবরে স্নানকালে ব্যাধের পাশে বদ্ধ হয়ে ভগ্নিদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। তার পর পুরস্কারের লোভে বা অন্য কারণে হউক উক্ত কিরাত্ আমাকে পিঙ্গল-রাজ্যের রাজকুমারকে উপঢৌকন দেয়। কুমার আমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে আমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা করেন। রাজকুমার অশ্রুতপূর্ব্ব রূপবান্, ও মর্ত্ত্যলোকে অশ্বিনী-কুমারবিশেষ। বহুবিনয়ে আমার মন পেয়ে শেষ আমাকে বিবাহ করেন ও পরিণয়ের স্বল্পদিন পরেই আমি অন্তরাপত্য হই। পরে বিপক্ষ-সৈন্য রাজার রাজ্য আক্রমণ করাতে পতি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে গমন করেন। এই অবসরে অতিলুব্ধ ও পিশুন দৈবজ্ঞ দ্বিজ একজন রাজাকে অসৎ পরামর্শ দিয়ে আমাকে বনবাস দেওয়ায়; কিন্তু ঐ দ্বিজাধম আমার স্বামীর বিপক্ষ প্রকাশ হওয়াতেও রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে অরণ্যে পাঠান। আমি অনাথিনী ও দুঃখিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করে শেষ আত্মহত্যা কত্তে উদ্যত হলে আকাশবাণীতে নিষেধ করে, ও পিত্রালয়ে গমন কত্তে প্রত্যাদেশ হওয়ায়, ঐ অরণ্যবাসী কোন তাপসের পরামর্শে শূন্যপথে আসিতেছি, নগরের লোক প্রথমে আমাকে দেখে আনন্দে বিহ্বল; তার পর সকলে একত্র হয়ে কোলাহল ও কুতূহল কত্তে লাগ্‌লো। কিন্তু স্বামী ও শিশু পুত্রের বিচ্ছেদে আমি অতিশয় কাতর আছি। তবে আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করে, ও ভগ্নিগণকে দেখে সম্প্রতি সে দুঃখের কিঞ্চিৎ শমতা হলো।

রাজা। তনয়ে! তোমার বনবাস আমাদের পক্ষে

শাপে বর হয়েচে। যেহেতু তোমার বনবাস না হলে বোধ হয় আমরা তোমাকে আর চক্ষে দেখ্‌তে পেতেম্‌ না। তবে এখন যাও, গিয়ে শ্রান্তি দূর কর। আর এই মনোহর অট্টালিকার যে কোন ভাগ তোমার মনে ধরে, তাহাতেই গিয়ে অবস্থান কর। আরে কে আছিস্‌!

নেপথ্যে। মহারাজ! কি আজ্ঞে হচ্চে!

নগরে নগরে ঘোষণা দাও যে রাজকুমারীর পুনরাগমনে ঘরে ঘরে নৃত্যগীত ও মহোৎসব হউক্‌।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে!

তনয়ে! তবে এক্ষণে তুমি নিজপুরে গিয়ে ভগ্নিগণের সঙ্গে মিলন কর।

ক্ষণপ্র। পিতঃ আপনকার যেমন ইচ্ছে।

[ক্ষণপ্রভার প্রস্থান।

দমনিকা। মহারাজ! রাজকুমারী পরিণীতা হওয়াতে আপনকার দুই লাভ হয়েচে। প্রথমতঃ কন্যালাভ, ও কন্যা হতে জামাতালাভ। সুতরাং একে দুই হয়েচে। এবং উভয়ের মিলনে সন্তান উৎপত্তি হওয়াতে একেই তিন হয়েচে বল্‌তে হবে। এবং কুমারীও ঘরে এসেচেন। আমার গণনাও তাই ছিল, মনে করুন।

রাজা। বটে বটে, এখন বুঝলেম্‌। এই লও, (পারিতোষিক প্রদান) এরূপ দৈবঘটনা না হইলে ক্ষণপ্রভার এখানে আসা কঠিন হইত।

[দমনিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) তবে কথা এই যে মনুষ্যজাতি দেবকন্যার যোগ্য নহে। কিন্তু কথিত আছে যে যৌবনাশ্ব রাজার পুত্র দেব-পরাক্রম, ও রূপে অশ্বিনীকুমারবিশেষ। নচেৎ রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা তাহাতে অনুরাগিণী হইত না। কুমারীর অচলা পতিভক্তি দেখ্‌চি। প্রজাপতি উভয়ের মিলন করুন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল নগর—রাজ-অট্টালিকার বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

(মন্ত্রী ও মালতীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেখ মালতি, যুবরাজ রণজয়ী হয়ে নগরে এলেন, এবং তোমরাও সকলে নানারূপ মঙ্গলাচরণের আয়োজন কর্‌চো বটে, কিন্তু এ সকলি বৃথা জান্‌বে। যুবরাজ-মহিষীর বনবাস হওয়াতে কাহারো মনে সুখ নাই।

মাল। তা বটে,—আমরা কেবল বেঁচে আছি মাত্র। কিন্তু এরূপ বাঁচা আর মরা দুই সমান; এ সকল করা কেবল লোকাচার রক্ষে করার জন্যেই জান্‌বে। যুবরাজ-মহিষী এ রাজ্যের জীবন ছিলেন। তাঁর বনবাস হওয়াতে আমরা কেবল মৃতপ্রায় হয়ে আছি। তিনি বউরাণীর কথা জিজ্ঞেস কল্লে আমি যে কি বল্‌বো, সেই ভেবে আমার প্রাণ যাচ্চে। বুঝি রাজকুমার এলেন্!

(যুবরাজের প্রবেশ।)

নেপথ্যে। বাদ্যোদ্যম।

যুবরাজ। কও মালতী,—সমাচার কি? সব কুশলতো? যুবরাণীকে কেন দেখ্‌ছিনে! সকলেই আমাকে দেখ্‌বার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেচে, কিন্তু সেই প্রণয়িনীকে কেবল দেখ্‌চিনে; প্রেয়সী কেন এসেন নাই? নবকুমারতো ভাল

আছে? কিন্তু দেখ্‌ছি যে পুরনারীরা সকলেই বিমর্ষ, এবং তোমরাও অপ্রসন্নবদন ও মুক্তকেশ, ও কেবল বিশেষ অমঙ্গলের চিহ্নই যেন বোধ হচ্চে।

মাল। (সাশ্রুনয়ন গদগদস্বরে) সমাচার আর কি বল্‌বো, —আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আমরা কেবল প্রাণহীন দেহ লয়ে আছি!—যুবরাণীর বনবাস হয়েছে। (রোদন)

যুব। যুবরাণীর বনবাস! সে কি? কি জন্যে? এ কথা সত্য হলেও যে বিশ্বাস হচ্চে না, কথা কি?

মাল। আপনি যুদ্ধে গমন কল্লে তার অল্প দিন পরেই গ্রামের দৈবজ্ঞ ঠাকুরেরা মহারাজকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যুবরাণীকে বনবাস দিইয়েচে। এ জন্যে রাজা প্রজা সকল লোকেই শোকাকুল। কথা এই যে, মহারাজ রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন, তাতে অত্যন্ত ভয় পেয়ে দৈবজ্ঞ বামণদের জিজ্ঞেস্ করায়, তারা মহারাজকে জানায় যে পরিরাজ-কুমারী রাক্ষসী, ও তার নিশ্বাসে সকল অমঙ্গল হচ্চে ও আরো হবে, অতএব তাকে শীগ্গির বনবাস দেন। মহারাজ-ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা না করে, সেই কথায় বউরাণীকে বর্জ্জন কল্লেন। নবকুমার অন্তঃপুরে কুশলে আছে, কিন্তু মাতৃহীন শিশু দিন দিন ক্ষীণ হচ্চে, এর পরে তার কপালে কি আছে তা ঈশ্বর জানেন! যখন বউরাণী বনবাসে যান, তখন বাছাকে মাই দিতে দিতে বল্লেন যে মালতি তবে তাঁকে বলিস্ যে আমি এ জন্মের মত বিদায় হলেম্। আর কুমারকে কোলে কোরে যে কত কাঁদ্‌লেন তা আর কত বল্‌বো; আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে স্তনদুগ্ধ গেলে আমাকে বল্লেন

যে বাটিতে ধর, যখন ছেলের ক্ষুধা হবে এট্টু এট্টু খেতে দিস্। আহা! দুধ-তো নয় যেন মুক্তো গেলে ঢাল্‌চে। তার পর, ওঠ্‌বার সময়——

যুব। মালতী, আর না, যা বল্লি সেই বিস্তর; আমার কঠিন প্রাণ তাই এখনও রয়েচে। এখন তোমরা পুরমধ্যে যাও, আমি যুবরাণীর অন্বেষণে চল্লেম্। যদি তার দেখা পাই তবেই মঙ্গল, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

মাল। তবে বুঝলেম্ যে বিধি আমাদের প্রতি নিতান্তই বাম হয়েচেন।

[রোদন করিতে করিতে মালতীর প্রস্থান।

যুবরাজ। মন্ত্রি, দেখ, আমি ঐকান্তিক রাজভক্তির ও সংগ্রাম-বিজয়ের এই পুরস্কার পেলেম্। শত্রুসৈন্য মহারাজের দেশ ছার খার কত্তে আরম্ভ কল্‌লে, আমি সসত্বা মহিষীকে পরিত্যাগ করে মহারাজের সেনাপতিত্ব স্বীকার কল্‌লেম। কিন্তু মহারাজ আমার মুখাপেক্ষা না করে, লুব্ধ ও ধূর্ত্ত এক জন গণকের কথায় নির্ভর করে নিরপরাধে পুত্রবধুকে বনবাস দিলেন। একথা চিরকাল হৃদে যাগ্‌বে। যা-হ'ক্ আমি মহিষীর অন্বেষণে চল্লেম্; যদি কদাচ তার উদ্ধার কত্তে পারি, তবেই স্বরাজ্যে আস্‌বো, নচেৎ এই যাত্রা। মহিষীর অন্বেষণে হয় শরীরের পতন হইবে, নচেৎ মন্ত্রের সাধন করিয়া গৃহে আসিব; আর ইত্যবসরে মহারাজ আশ্রমে গমন করেন, তবে তুমি আমার শিশু-পুত্রের সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যেহেতু সেই শিশু ভিন্ন মহারাজের সিংহাসনের আর

কোন ভাবী উত্তরাধিকারী নাই। আমার প্রত্যাগমনের তাদৃশ প্রত্যাশা ত্যাগ কর।

মন্ত্রী। যুবরাজ, আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি অচিরে কৃতকার্য্য হইয়া স্বরাজ্যে আগমন করুন।

যুব। সৈন্যের কিয়দংশ আমার সঙ্গে চলুক। অরণ্য-প্রদেশেও কিরাতাদির দমনের নিমিত্ত সেনাদির প্রয়োজন হওনের আটক নাই। আমি সৈন্যের অগ্রসর হইলাম।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। ভগবতী দক্ষিণাকালী আপনাকে দুর্গমে রক্ষা করুন! [নেপথ্যে শোকবাদ্য]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঘোর বন—পরিব্রাজকের আশ্রম।

(পরিব্রাজকের প্রবেশ।)

পরিব্রা! (ত্রস্ত) এ কি শব্দ শুনি! অরণ্যমধ্যে এ চতুরঙ্গিণী সেনা কার! এই দিকেইতো আস্‌চে দেখ্‌চি! হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, অসি চর্ম্ম অসীম। ভয়ে যেন মেদিনী কাঁপ্‌চে। বোধ হয় কোন রাজা কিম্বা রাজপুত্র হবে।

(যুবরাজের প্রবেশ।)

(আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক) দিক্‌পালেরা আপনাকে জয়যুক্ত করুন! কোন্ দেশ হতে আগমন? এবং সসৈন্য রণসাজে এ বনে আগমনের তাৎপর্য্য কি?

যুব। তাপস! আমি আপনাকে অভিবাদন করি; আমি পিঙ্গলদেশের যুবরাজ। *উদয়শীল দিবাকরের ন্যায় ঐ রাজ্য দেদীপ্যমান্, ইহা জগতে অবিদিত নাই। পিতা যৌবনাশ্ব মহারাজ, আমার মহিষী রজতগিরি-রাজনন্দিনীকে ভ্রমবশতঃ বনবাস দিয়াছেন; আমি সে সময় দিগন্তরে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম, রাজ্যে আসিয়া এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিলাম, পরে মহিষীর অন্বেষণে যাত্রা করিয়া রজতগিরি-অভিমুখে গমন করিতেছি।* সম্মুখে এই মনোহর বন ও কমল-সরোবর, ও তাহার অনতিদূরে আপনকার আশ্রম দেখিয়া বিশ্রাম জন্য আসিতেছি।

পরিব্রা। বৎস, তুমি সীতাপতির ন্যায় কৃতকার্য্য হও। তত্রাচ রজতগিরিপুর অত্যন্ত দুর্গম স্থান, ও প্রায় দেবগণেরও অভেদ্য।

যুব। বাবা পরিব্রাজক, রজতগিরিরাজ-বালাকে এ বনে দেখিয়াছেন কি না তাহা বলুন।

পরিব্রা। অত্যল্প দিন হইল অলৌকিক রূপযৌবন-সম্পান্না ও রত্নাভরণে ভূষিতা এক রাজকন্যা এই বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছিলেন; তিনি রজতগিরি-রাজনন্দিনী বলিয়া আপনার পরিচয় দেন, ও অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে কহিলেন, যে যৌবনাশ্ব রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। ইহা বলিয়া স্বামি-বিচ্ছেদহেতু বহু বিলাপ করিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্যে গমন করিতে উপদেশ দিলাম। পরিরাজকুমারী দেবযোনি বিশেষ, ও পূর্ব্বপরাক্রমে শূন্যপথে গমন করিলেন।

যুব। বাবা পরিব্রাজক! আমি তথায় কিরূপে গমন করিব তাহার উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—আপনকার কিছু অগোচর নাই।

পরিব্রা। রে বৎস! পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতে তোমার পরিরাজকুমারীর সঙ্গে মিলন হইয়াছিল। তাহার সঙ্গ-সুখভোগ করিয়া সেই সুকৃতির শেষ হইয়াছে। রজত-গিরি-রাজকন্যা দেবকন্যাবিশেষ। তাঁহার সহিত পুন-র্ম্মিলন হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ আমরা মনুষ্যজাতি; দেবতা ও মনুষ্যে মিলন হওয়া বিধিনির্ব্বন্ধ নহে। অতএব যুবরাজ, সে আশা ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে পুনর্গমন কর। অধিকন্তু রজতগিরিপুর অতি দুর্গমস্থান, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আর এতদ্রূপা-পত্নী-বিচ্ছেদে কেন কাতর হও। তোমার ন্যায় রূপবান ও ঐশ্বর্য্যবান্ যুবরাজের মহিষী হওনার্থ ভূলোকে কোন্ ভূপতির নন্দিনী শিবপূজা না করিতেছে।

যুবরাজ। বাবা পরমহংস! আপনকার বাক্য শিরো-ধার্য্য করিলাম; যেহেতু তাহা দেবগুরুর যুক্তির ন্যায় সুসঙ্গত। কিন্তু আমি ঐ প্রণয়িনীর অন্বেষণ না করিয়া নিরস্ত হইব না, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল—ও অনল শীতল—হইলেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আপনি মাত্র আশীর্ব্বাদ করুন যে এই অনু-ষ্ঠানে আমি কৃতকার্য্য হই। আমার প্রণয়িনী যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইব।

পরিব্রা। বৎস! তবে তোমার মঙ্গল হউক! তোমার মহিষীদত্ত এই হীরকাঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। রজতগিরিরাজ-বালা যাত্রাকালে এই অঙ্গুরী আমাকে দিয়া কহিলেন, যে যদি কদাচিৎ আমার সহিত তোমার এই বনে সাক্ষাৎ হয়, তবে অঙ্গুরী তোমাকে অর্পণ করিব। বিপত্তিকালে অঙ্গুরী তোমাকে পথে রক্ষা করিবে—রাজবালা ইহা পুনঃ পুনঃ আমাকে কহিলেন। (অঙ্গুরী অর্পণ।)

যুব। এই অঙ্গুরীই আমার মহিষীর প্রণয়ের পরীক্ষা জ্ঞান হইল। হে গুরো! আমি উপকৃত হইলাম।

পরিব্রা। তোমার বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত আমি আর এক দ্রব্য দিতেছি—সাবধানে নিকটে রাখিবে। এই গন্ধর্ব্ব-ধূপ ধর। (প্রদান) এই দ্রব্যগুণে পশু, পক্ষী, নাগ, নর, নিশাচরাদি,—কেহই তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আর কিঞ্চিৎ পথের বৃত্তান্ত কহিব, মনযোগ কর।—কিয়দ্দূর গমন করিলে নিবিড় বেত্র-বন পাইবে; ঐ বনে ভীষণা নামে নিশাচরী বাস করে। দৃষ্টিমাত্র রাক্ষসী তোমার পথ অবরোধ করিবে, কিন্তু ঔষধের গুণে সংক্ষিপ্ত সমরে তুমি তাহাকে পরাভব করিতে পারিবে। তদনন্তর উষ্ণ নদী পাইবে; তাহার জলে কেবল অনল জ্বলিতেছে ও এক যোজনের মধ্যে বৃক্ষলতা মাত্র নাই, তটে অতিশয় ভয়ানক অজগর সর্প বাস করে,—দৃষ্টিমাত্র তোমাকে গ্রাস করিতে আসিলে, তাহার শিরে পদাঘাত করিবে, ও অহি তৎক্ষণাৎ উক্ত নদীর সেতু স্বরূপ হইবেক। পরে তুমি অকুতোভয়ে তাহার উপর দিয়া পার হইয়া যাইবে। গন্ধর্ব্ব-ধূপে তোমাকে রক্ষা করিবে।

তাহার পর কিছু দূর গমন করিলে যুগল রাকপক্ষী দেখিবে ; তাহার এক এক পক্ষী সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ধরে। ঐ রাকদম্পতী রজতগিরিরাজের আজ্ঞাবহ। রাজকুমারীর অঙ্গুরী দেখিলে তোমাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহুদিনের পথ এক দিনে লইয়া যাইবে। কিন্তু অঙ্গুরী না দেখিলে উক্ত পক্ষি-দ্বয় তোমার কোন উপকার করিবে না। গন্ধর্ব্বধূপে তোমাকে তাহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবে। ফলতঃ, বহুকষ্টে ও কালবিলম্বে রজতগিরি-পুরে উপনীত হইবে। এতদ্ভিন্ন, পথে আর কোন বিঘ্ন নাই।

যুব.। বাবা, পরম হংস! আমি বুঝ্‌লেম যে আপনার কৃপাকটাক্ষে আমি কৃতার্থ হইব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি এক্ষণে বিদায় হই।

পরিব্রা। বৎস, তোমার মঙ্গল হউক!—এস। ভগবান চন্দ্রচূড় তোমাকে রজত-গিরিরাজ্যে রক্ষা করুন!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি—রাজপুর।

(প্রমীলা ও লীলার প্রবেশ।)

লীলা। দেখ্ প্রমীলে, ক্ষণপ্রভা যে অবধি ঘরে এসেচে সেই অবধিই সে শয্যাগত, আর চক্ষের জলে দিবানিশি যেন ভাস্‌চে। এ কেবল পতিবিচ্ছেদের কষ্ট জান্‌বি।

আহা! অবলার প্রাণে কতই সহ্য হয়। কেবল দুঃখু ভোগ কর্‌বার জন্যেই বিধাতা নারীদের সৃজন করেচেন।

প্রমী। তাতো বটেই; সে কথাতো মিথ্যে নয়। পতিপ্রাণা নারীদের পতিবিচ্ছেদের যাতনা বড়ই কঠিন। কিন্তু ক্ষণপ্রভার কষ্টের আর এক কথা আছে। তার শিশু-পুত্র ছেড়ে এসেচে।

লীলা। এখন এর উপায় কি? আমি দমনিকাকে ডেকেচি, সে আস্‌চে।

প্রমী। দমনিকা কি কর্‌বে? সেটার মুখে রস্‌কস্‌ নেই,—বল্‌লেই যেন খেতে এসে। সে ভূতভবিষ্যত্‌ সব জানে বটে; যদি মনে করে তবে এখনি বল্‌তে পারে যে কত দিনে ক্ষণপ্রভার স্বামীর সহিত পুনর্ব্বার মিলন হবে——

(দমনিকার প্রবেশ।)

এস এস!—দিদিমণি এস। আমিও তোমাকে ডাক্‌তে যাচ্ছিলেম। এসেচ ভাল হয়েচে।

দম। কেন? এত ডাকাডাকি কেন? আজ্‌ বুঝি কিছু আপনাদের কাজ পড়েচে। কথা কি?

প্রমী। বসো বসো! দিদি ঠাক্‌রুণ, এক্‌টা কথা বল্‌চি।

দম। নে আর আদরে কাজ নেই। আমার এখন কথা শোন্‌বার সময় নয়, ওদিকে ক্ষণপ্রভা শয্যাধারা শুয়ে রয়েচে, এদিকে তোদের আমোদ বাড়্‌চে। কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষমাস। আহা! ক্ষণপ্রভার মত সরলা মেয়ে বুঝি আর হয়না, কিন্তু তারি কপালে যত দুঃখু।—উল্‌টো বিধি!

প্রমী। কি, আমরা কষ্ট পেলে তুই সুখী হোতিস্‌ নাকি?

দম। ক্ষণপ্রভাকে ছেড়ে দিয়ে যদি তোদের দুজনকে কমলসাগরে আট্‌কে রাখ্‌তো, তবে আমার মনের মত হতো। তোমরা দুটি লক্ষ্মী সরস্বতী; মা! আঁচল পেড়ে গড় করি।

প্রমী। সে যাহ'ক্, তুই এখন গণে দেখ্ যে ক্ষণপ্রভার পতিবিচ্ছেদ-যাতনা কত দিনে ঘুচ্‌বে।

দম। না--আমি এখন গণ্‌তে পার্‌বো না। এখন গণে দিয়ে সাত্ দেশ এক করি। আমি যাই।

প্রমী। না না, উঠিস্‌নে উঠিস্‌নে! (ধরাধরি করিয়া বসান) তুইতো বড় নিষ্ঠুর লো! মেয়েমানুষের এমন কঠিন প্রাণ এতো শোনা যায়না। তোর কি!—তুইতো সে দুঃখু জানিস্‌নে। যার যাতনা সেই জানে। ক্ষণপ্রভার মনের মধ্যে যে কি হচ্চে, তাকি তুই জান্‌তে পারিস্। কেবল তোর মুখের টান।

দম। না—তাকি আর আমি জানি, তোমরাই জান। তোরা আমাকে জ্বলাস্‌নে!—চুপ্ কর বল্‌চি। আমি চল্‌লেম।

প্রমী। আমার মাথা খাস্—বোস্—আমার দিব্বি। একবার গণে দেখ্। তুই আজ্ এমন কচ্‌চিস্ কেন?—যেন কিসে পেয়েচে।

দম। আর কিসে পাবে তোরাই পেয়েচিস। কি বিপদ! বোস্ বাপু বোস্! দেখি দেখি। (ভূমে খড়ি পাতিয়া বহু চিন্তাপূর্ব্বক) তবে বলি শোন্! এখন কাকুই বলিস্‌নে।—ক্ষণপ্রভার ক্লেশের শেষ হয়েচে।

জলের ভিতর জ্বল্‌চে হীরে কুড়িয়ে পাবে যবে।
হারা পতি পাবে সতী ভাব্‌না কেন তবে॥

প্রমী। আহা! দিদি বাঁচ্‌লো।

দম। দিদি বাঁচ্‌লো বলে যেন ঢাক বাজাস্‌নে, হাড়্‌-জ্বালানিরে।

প্রমী। তুই এখন দূর হয়ে যা! আমরাতো তোর পেটের কথা পেয়েচি।

দম। বটে লো! কলিকাল যে! এবার ডাকিস্‌, সেই সময় তোরা আছিস্‌ আর আমি আছি। "এক মাঘে জাড়্‌ পালায় না।"

[প্রস্থান।

প্রমী ও লীলা। তখন বোঝা যাবে।

[উভরায় হাস্য ও প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি-রাজের উদ্যানে সরোবরতট।

(রাজকুমারের প্রবেশ।)

রাজকু। হে বিধাতঃ! না জানি আমার অদৃষ্টে আরো কত কষ্ট আছে, নিশাচরীর হাতে প্রায় প্রাণ গেছ্‌লো। তারপর অতিকায় ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের গ্রাসে পড়েছিলেম। তার পর জ্বলন্ত নদীতে পুড়ে মত্‌তে মত্‌তে রয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সে সকল এড়িয়ে এলেম। হে জীবিতেশ্বরি! আমি তোমার জন্যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না কল্‌লেম,

এখনও যদি তোমাকে পাই, তবু সব সার্থক হয়। আহা! সম্মুখে দেখ্‌চি রজতগিরি-রাজের পুরী। মনোহর শ্বেতকান্তি! কি শুভ্র পর্ব্বত, কি উদ্যান, কি সরোবর—সকলি রজতময়। নারিগণ দেবকন্যার ন্যায় রূপসী; মর্ত্ত্যলোকে এরূপ কমনীয় শোভা দেখা যায় না। এই পুরীর মধ্যেই প্রেয়সী আছেন, ও অনতিবিলম্বে মিলন হইবে, সেই আশায় এখনও দেহে প্রাণ আছে। (রজতময় ঘাটে উপবেশন।) এ কে আস্‌চে? বোধ হয় কোন পুরনারী হবে। যেমন শুভ্রবর্ণ রজত কলসী, তেমনি এর সিতাঙ্গের আভা,—এমন শোভা আর দেখি নাই! বোধ হয় জল লতেই আস্‌চে।

(কুম্ভকক্ষে কাচিৎ পুরনারীর প্রবেশ।)

পুর। আহা! কি অপরূপ রূপ! বোধ হয় পৃথিবীর কোন রাজপুত্র হবে। আহা জল নিয়ে উঠি, তার পর জিজ্ঞেস্ করবো কে। (অন্যমনা হেতু রজত কলসী জলে নিক্ষিপ্ত) একি বিপদ! কল্‌সী জলে পড়্‌লো,—কেমন করে তুল্‌বো? (চিন্তাযুক্ত)

রাজকু। সুন্দরি! চিন্তা করোনা, আমি জলে হতে তোমার রজত কলসী তুলে দিচ্চি। তুমি মাত্র রাজপুরের কিঞ্চিৎ সমাচার আমাকে বল। আগে তোমার পরিচয় দাও। তুমি কে?

পুর। বিদেশি, তুমি এইরূপ অনুকূল হলে আমি কুল পাই। আমি রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার পরিচারিকা। কুমারী পতিবিচ্ছেদে শোকাতুরা, যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ জলপান ভিন্ন আর আহার নাই। এই জলের অপেক্ষা কচ্চেন।

রাজকু। (স্বগত) আহা! জীবিতেশ্বরি, তোমার সমাচার পেয়ে আমি জীবন পেলেম। (প্রকাশে) এসো তোমার কলসী তুলে দেই। (কলসী উদ্ধার করতঃ তন্মধ্যে রাজকুমারীর হীরকাঙ্গুরী নিক্ষেপ)

পুর। আমার যে তুমি কি উপকার কল্লে, তা যত দিন বাঁচ্‌বো মনে থাক্‌বে।

[প্রস্থান।

রাজকু। তুমিও আমার যে উপকার কল্লে, আমিও তা জন্মে ভুল্‌বো না। (স্বগত) বোধ হয়, ঈশ্বর যখন এতদূর পর্য্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে এনেচেন, তখন সেই প্রিয়তমা মহিষীর সঙ্গে মিলন হবে, এমন মনে হচ্চে। কিন্তু দরিদ্রেরা কখন কখন স্বপ্নে নিধি পায়, নিদ্রাভঙ্গে দেখে কিছু নাই; আমারো তেমনি না হয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি-রাজপুর—ক্ষণপ্রভার মন্দির।

(ক্ষণপ্রভা ও বারিহস্তে পরিচারিকার প্রবেশ।)

ক্ষণপ্র। জল রাখ্। এত বিলম্ব কেন?

পরি। কল্‌সী জলে পড়েছিল, তুল্‌তে বিলম্ব হলো।

ক্ষণপ্র। জলের ভিতর এটা জ্বলচে কি?

পরি। তা কি জানি। (নিরীক্ষণ করিয়া।) বটে তো, তুলিই দেখ না!

ক্ষণপ্র। দেখি দেখি এটা কি? যেন আংটির মত চক্‌মক্ কচ্চে। (বারি হইতে অঙ্গুরী তুলিয়া নিরীক্ষণ, ও চমৎকৃত হইয়া) এ যে আমারি সেই অঙ্গুরী দেখ্‌চি! ! স্বামীকে দেবার জন্যে কমলবনে সন্ন্যাসীকে দিয়ে এসেছিলেম, এ অবশ্যই তাঁর নিকট ছিল ; তবে তিনি এসেচেন। বুঝি বিধাতা আমার প্রতি এতদিনে প্রসন্ন হঁলেন। হে জীবিতেশ্বর! আমার জন্যে তুমি যে অরণ্যে কত কষ্ট পেয়েচ, তা মনে করে আমি দুঃখে দ্রব হচ্চি। আজি আমার সুপ্রভাত! (রোদন পূর্ব্বক ভূতলে পতন)

পরি। রাজকুমারী উঠ ; যদি তাই হয়, তবে আমাদের আজ্ শুভদিন বটে।

(দ্রুতগতি দমনিকা ও প্রমীলার প্রবেশ।)

প্রমী। কি ! কি ! বল্ দেখি। কি হয়েচে ?

পরি। জলের ভিতর একটী হীরের আংটি পাওয়া গেচে, তাই দেখে রাজকুমারী কেঁদে আচাড়্ খেয়ে পড়্‌লেন।—বল্‌লেন, এ অঙ্গুরী স্বামীর কাছে ছিল্ তিনি অবিশ্যি এসেচেন।

প্রমী। দিদি ওঠ, এর অপেক্ষা আর আহ্লাদের বিষয় কি আছে। আমরা যা মনে কচ্চি, তাই হয়েচে। বিধি তোমার প্রতি সদয় হয়েচেন। (ধরিয়া উত্তোলন)

দম। আমি তো সে দিন গণে বলিচি যে—

"জলের ভিতর জ্বল্‌চে হীরে কুড়িয়ে পাবে যবে।
হারাপতি পাবে সতী ভাব্‌না কেন তবে।"

এতো ভালই হয়েচে। সকলি তো মিলেচে, তবে আর ভাবনা কি ? ওঠ ওঠ রাজা আস্‌চেন্।

(মন্ত্রী ও রাজার প্রবেশ।)

রাজা। কথাটা কি? গোল্ কিসের? ক্ষণপ্রভা কাঁদে কেন?

পরি। মহারাজ, আমি এখন যে জল আন্‌লেম্, ঐ জলের মধ্যে একটী হীরের অঙ্গুরী পাওয়া গেচে। রাজকুমারী ঐ অঙ্গুরী দেখেই কেঁদে আচাড়্ খেয়ে পড়্লেন, আর বল্লেন্ যে ঐ অঙ্গুরী আমার স্বামীর কাছে ছিল, তবে তিনি এখানে অবিশ্যি এসেচেন্। এই কথা।

রাজা। সেখানে আর কে ছিল?

পরি। মহারাজ, কল্সী জলে পড়ে গেছ্‌লো। আমি মেয়েমানুষ, তুল্‌তে না পেরে একটী বিদেশী সুপুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকেই বলাতে তিনি তুলে দিলেন। তিনি বিদেশী মানুষের ন্যায়,—কোন রাজপুত্র হবেন। দেখ্‌তে অতি রূপবান, ও কথাবার্ত্তায় বড় নম্র।

রাজা। দুহিতে ক্ষণপ্রভা, তুমি আগে এ অঙ্গুরীর বৃত্তান্ত বল। এ কাহার অঙ্গুরী, তোমার নিকট কিরূপে এলো, তোমার মুখে শুনি।

ক্ষণপ্র। মহারাজ, এ হীরক অঙ্গুরী আমার,—চিরদিন আমার নিকট ছিল। আমার বনবাস হলে, অঙ্গুরী কমলবনের পরিব্রাজকের নিকট রেখে আসি, আর বলে আসি যে স্বামী যবে আমার অন্বেষণে আস্‌বেন, সেই সময় অঙ্গুরী তাঁকে দেবেন। নচেৎ দুর্গম পথে তাঁর আসা কঠিন হবে। অঙ্গুরী আমার স্বামীর নিকট ছিল, ও এখন জলের মধ্যে পাওয়া যাচ্চে,—এতেই বেশ বোধ হচ্চে যে আমার স্বামী এখানে এসেচেন। নচেৎ অঙ্গুরী জলের মধ্যে এখানে

কিরূপে এলো? অঙ্গুরী দেখে মনে হলো, যে আমার যুগল-রত্ন লাভ হলো। সেই আনন্দে আমি বিহ্বল হয়ে ধরায় পড়েছিলেম। দুহিতার অধীরতা মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাজা। কথায় মিল্‌চে বটে। তবে তাকে আমার নিকটে লয়ে এসো; কালি এর বিবেচনা কর্‌বো। এই অঙ্গুরী সম্প্রতি ক্ষণপ্রভার নিকটে থাক্।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ ঐ বিদেশী ব্যক্তিকে কোথায় রাখা যাবে?

রাজা। রাজপুরের কোন বহিঃপ্রকোষ্ঠে সম্মানে রাখ। কোনরূপে অযত্ন না হয়। আরো দেখিবে যে অন্তঃপুরের কেহ গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পায়।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রজতগিরি-রাজপুর।

(রাজা ও মন্ত্রী ও পিঙ্গলাদেশের রাজকুমারের প্রবেশ।)

রাজা। কহ বিদেশি, তুমি কাহার পুত্র, ও কোন্ দেশে নিবাস? তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও সিংহের সদৃশ পরাক্রম দেখে বোধ হতেছে যে তুমি কোন অসাধারণ মনুষ্য হবে। রজতগিরিপুরে তোমার প্রয়োজন কি তাহাও বল।

রাজকু। মহারাজ, আমি আপনাকে অভিবাদন কচ্চি। আত্মপরিচয় এই, যে আমি পিঙ্গলারাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী যৌবনাশ্ব রাজার অনন্যপুত্র; মহারাজের পরম রূপসী জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষণপ্রভা আমার পরিণীতা মহিষী। আমি যুদ্ধে গমন করিলে আমার অনিষ্টার্থী দৈবজ্ঞ দ্বিজেরা পিতা-মহারাজকে কুমন্ত্রণা দিয়ে আমার প্রণয়িনীকে বনবাস দেওয়ায়। আমি শত্রু দমন করিয়া স্বরাজ্যে এসে ঐ কথা শুন্‌লেম; তাতে যেরূপ মনোদুঃখ পেলেম তা মুখে বলা অসাধ্য। তার পর প্রতিজ্ঞা করে বাহির হলেম যে, যদি সেই প্রিয়তমা পত্নীর অন্বেষণ পাই, ও তাহার সঙ্গে পুনর্ব্বার মিলন হয়, তবেই রাজ্যে আস্‌বো, নচেৎ এই যাত্রা। মহা-রাজ! এরূপ প্রণয় আর হয় নাই—হবে না। একের বিচ্ছেদে আরের মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে। আপনি পিতাবিশেষ, আমি পুত্র—শ্রীচরণে আশ্রিত হচ্চি। আমার প্রণয়িনীকে আমাকে সমর্পণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

রাজা। এমন আশ্চর্য্য কথা আর কখন শুনি নাই। পরিরাজ-কন্যা দেবকন্যাবিশেষ। তুমি মনুষ্যজাতি। তোমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ প্রণয়ের সম্ভাবনা কি? যদি তাহা যথার্থ হয়, তবে বিচিত্র বটে, ও তাহার প্রমাণ পাইলে অগানে রাজনন্দিনীকে সমর্পণ করিব। তুমি অগ্রে এই শক্রধনুতে গুণ দেও,—তোমার পরাক্রম বুঝি।

রাজকু। যে আজ্ঞে। মহারাজ! আমার পরাক্রমের এ বিশেষ পরিচয় নহে। "হর-ধনুতে" গুণ দিবারও

আমার শক্তি আছে। (বাহুবলে শক্রধনুতে গুণ প্রদান—ও কোলাহল শব্দ)

রাজা। যুবরাজ, তোমার বাহুবল ধন্য! তুমি সাম্রাজ্য শাসনেরও যোগ্য। আর এক সমস্যা আছে, তাহাতে মনোযোগ কর। এই যবনিকার অভ্যন্তরে ক্ষণপ্রভাসহ সাত জন রাজকুমারী সারি সারি বসিয়া আছে, তাহাদের তর্জ্জনী-মাত্র যবনিকার বাহিরে আছে। যদি ক্ষণপ্রভার অঙ্গুরী একেবারে লক্ষ্য করিতে পার, তবে সে তোমার যথার্থ প্রণয়িনী, ও তুমি তার স্বামী। নচেৎ অকৃতার্থ হইলে রজতগিরি-শৃঙ্গে চিরদিন কারাবাসে থাকিতে হইবে।

রাজকু। (চিন্তার সহিত স্বগত) এ বড় বিষম সমস্যা! একাকৃতি সাতটী অঙ্গুলীর মধ্যে ক্ষণপ্রভার অঙ্গুলী একেবারে লক্ষ্য করা সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে। যদি দেবতা সদয় হন, তবেইত ভাল, নচেৎ রজতগিরিশৃঙ্গে দেহ-পাত হবে। কিন্তু দেখ্‌চি যে একটী অঙ্গুলীর নিকট মধু-মক্ষিকা গুণ্ গুণ্ কচ্চে। পদ্মিনীর নিকট ভিন্ন মধুকর কেন যাবে? বোধ হয়, ক্ষণপ্রভা-সরোজিনীর ঐ অঙ্গুলী হবে; আর কারু নয়। যাহা হউক (প্রকৃত অঙ্গুলী লক্ষ্য—নেপথ্যে কোলাহল ও বাদ্যোদ্যম)

রাজা। রাজকুমার, তোমার পরিশ্রম অতঃপর সফল।

(দমনিকা ও ক্ষণপ্রভার প্রবেশ।)

তনয়ে, আর রোদন করো না। এই রাজপুত্র তোমার স্বামী বটে। তোমাদের প্রণয়ের কাহিনী বিচিত্র। (রাজ-কুমারীকে হাতে হাতে সমর্পণ)

রাজকু। মহারাজ, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে অভিবাদন কচ্চি।

রাজা। পুত্র, তোমার কল্যাণ হউক! (আলিঙ্গন) এক্ষণে কিছু দিন এখানে বাস কর, যে আমাদের মনের সন্তোষ হউক।

দম। এখন ঝি জামাইকে বরণ করে ঘরে নেও। আমরা হারাধন পেয়েচি।

[প্রস্থান।

রাজকু। প্রিয়ে, এখন সকল মনোদুঃখ দূর কর। বিচ্ছেদ না হলে মিলনে সুখ নাই। কিন্তু আমার মনে ছিল না যে তোমার বিধুবদন আর দেখ্‌বো। বিধাতা সদয় হয়ে আমাদের উভয়ের মনোরথ পূর্ণ কল্লেন। আর রোদন করোনা। (রাজকুমার কর্ত্তৃক ক্ষণপ্রভার অশ্রুমোচন)

ক্ষণপ্র। (অশ্রুমুখী) আমার কপালে যা ছিল হয়েচে!—কারু দোষ নাই। একে তোমার বিচ্ছেদানল, তায় বনবাসের ক্লেশ,—দুই সহ্য কত্তে না পেরে কমলসরোবরে ঝাঁপ্ দিতে প্রস্তুত হলেম, এমতকালে দৈববাণীতে নিষেধ করাতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উপরে উঠ্‌লেম। সেই সময় কোন দয়াময় তাপসের সঙ্গে মিলন হওয়াতে তাঁহার পরামর্শে শূন্যপথে চলে এলেম। আর পথের কথা সকল বলে অঙ্গুরী দিয়ে এলেম। কিন্তু শিশু-পুত্রের অদর্শনে আমার দেহ দাহ হচ্চে। (রোদন)

রাজকু। প্রিয়ে, তোমার সেই অমূল্য রত্নাঙ্গুরীর গুণে ও পরিব্রাজকের কৃপায় আমরা উভয়েই এ যাত্রা ত্রাণ

পেলেম। যদি তা না হতো, তবে আমার বোধ হয় যে পুন-র্মিলন হওয়া বড় কঠিন হতো। যা হবার হয়েচে। এক্ষণে আর স্বল্পদিন মাত্র এখান হতে চল স্বদেশ যাত্রা করি। পিতা-মহারাজ আশ্রমে গমন কর্‌বেন; ও শিশু সন্তান তোমা বিনা দিন দিন ক্ষীণ হচ্চে। এতে তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

ক্ষণপ্র। যেখানে স্বামী সেইখানে স্ত্রী। গ্রহবৈগুণ্যে কিছুকাল বিচ্ছেদে গেল। আমি তোমার অনুচরী মাত্র। শুভদিন দেখে শীগ্যির যাত্রা করাই আমার মত।

রাজকু। তবে সেই ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পিঙ্গল-রাজপুর।

(যুবরাজ, রাজমহিষী, মালতী, পুরনারী, ও প্রহরিগণের প্রবেশ।)

মালতী। যুবরাজ-মহিষি, তোমার নবকুমারকে কোলে কর। তোমাকে চক্ষে দেখ্‌বো, এ আর আমাদের মনে ছিল না। রাজ্যশুদ্ধ লোকের আনন্দের সীমে নেই, যে তুমি ঘরে এসেছ।

যুবরাণী। (সজলনয়নে) সকলি গ্রহতে করে। মা! কারু কোন দোষ নেই, আমারি কপালের দোষ। (শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া) যা হবার হয়েচে। এখন মন্ত্রীকে

বল, যে আমার শিশুপুত্রের কল্যাণ জন্যে দীন দরিদ্র-দিগকে দান করুন।

মাল। হউক। তোমার নবকুমার চিরজীবী হউক্! রাজার ভাণ্ডার—সোণারূপোর ত অভাব নেই।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। যুবরাজ, শুভদিন দেখে সিংহাসনে আরোহণ করুন, বৃদ্ধ মহারাজের এই অভিপ্রায়।

যুব। হউক! আজ্ অত্যন্ত লোকারণ্য দেখ্‌ছি, এর কারণ কি?

মন্ত্রী। রাজ্যের লোক আপনাকে দর্শন কত্তে এসেচে। দ্বিতীয় কথা এই, যে বৃদ্ধ মহারাজ আশ্রমে গমন করিবার কালে এই আজ্ঞে করেছিলেন যে আপনি রাজ্যে এলে অনাগতবাদীর অপরাধের বিচার হবে। যেহেতু এক্ষণে রাজ্যে এই রাষ্ট্র হয়েচে, যে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বিজ আপনার প্রতি দ্বেষ বশতঃ মহারাজকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যুবরাজ-মহিষীকে বনে পাঠায়। ধর্ম্মাধ্যক্ষের আদেশে সে ব্যক্তি সম্প্রতি কারাগারে বন্দী আছে।

যুবরাজ। তবে তাকে লয়ে এসো। ধর্ম্মাধ্যক্ষ তার ন্যায়মত বিচার করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। আরে কে আছিস্!—অনাগত-বাদী বন্দীকে লয়ে আয়।

প্রহরিগণ। যে আজ্ঞে।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

যুব। এখন রাত্ কত হয়েচে? অতি অন্ধকার নিশি দেখ্‌চি।

মন্ত্রী। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হয়েচে। তায় লোকারণ্য, ও ঘোর অন্ধকার; দেখ্‌তে যেন ভয়ানক হয়েচে!

(অনাগতবাদী ও প্রহরিগণের প্রবেশ।)

নেপথ্যে। এই বেটা পাপিষ্ঠি আস্‌চে! বেটা নরাধম! দে বেটাকে শূলে দে!

প্রহরিগণ। আরে চুপ্! চুপ্!

মন্ত্রী। অনাগতবাদি, তোমার কথা কি তা বল। তুমি যে কর্ম্ম করেচ, তাতে ইহলোকে ও পরলোকে তোমার নিষ্কৃতি নাই।

অনাগত। ধর্ম্মাবতারের যেমন ইচ্ছা। আমার কোন কথা নাই।

নেপথ্যে। এবেটা রাজদ্রোহী! একে নিপাত কর—নিপাত্ কর! (অলক্ষিতরূপে অস্ত্রাঘাত)

অনাগত। মা গো! মা গো! গেলুম্ গো! মেলে গো! মেলে গো! (অস্ত্রাঘাতে ভূতলে পতন ও প্রাণত্যাগ; ও চতুর্দ্দিকে লোকের কোলাহল ও ইতস্ততঃ পলায়ন।)

যুব। একি! একি! কে মাল্‌লে? দেখ—দেখ!

মন্ত্রী। ঘোর অন্ধকার নিশি, ও অত্যন্ত জনতা হয়েচে। এর মধ্যে কে যে পেছন্ থেকে এসে হঠাৎ আঘাত কল্‌লে, তা এখন জানা ভার।

যুব। ওকে সম্মুখে নিয়ে এসো! বেঁচে আছে কি মরেচে দেখি! বোধ হচ্চে, মরেচে।

প্রহরী। যে আজ্ঞে। (ধরাধরি করিয়া অনাগতবাদীর রক্তাক্ত দেহ যুবরাজের সম্মুখে আনয়ন)

যুব। ইস্! এ যে রক্তে ভেসে যাচ্চে। সভা যে শোণিতময় হলো। একে হত্যা কর্‌বার কারণ কি? এমন কর্ম্ম কে কল্লে?

মন্ত্রী। এর কারণ এই বোধ হচ্চে যে যুবরাণী এরাজ্যের অতি প্রিয়পাত্রী। অনাগতবাদী অনর্থক দ্বেষ করে, রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে বনে পাঠানতে রাজ্যের লোক অত্যন্ত ক্রোধ ও আক্ষেপ করেছিল; আর তৎকালীন তারা এমনি উন্মত্ত হয়েছিল যে যদি সে সময় তাদের থামান না যেতো, তবে তখনি ওকে বিনাশ কত্তো।

যুব। যুবরাণী যেমন অবিচারে বনে গেছলেন্, এও তেমনি বিচারের পূর্ব্বে মারা গেল। দুই কথাতেই আক্ষেপ জন্মিতে পারে। যাহ'ক্, অনাগতবাদীর মৃত দেহ তার পরিজন ও স্বগণকে দাও, যে তারা বিধিমতে সত্কারাদি করিতে পারে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। (পরিজনদিগকে হত দেহ অর্পণ)

যুবরাণী। স্বামিন্! আমার কপালে যা ছিল হয়েচে। এক্ষণে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র পরিবার যে হাহাকার কর্‌বে, তা আমি কাণে শুন্‌তে পারবোনা। এদের প্রতিকার কর। আমার কপালে দুঃখু না থাক্‌লে প্রাচীন রাজারি বা বুদ্ধিলোপ হবে কেন। বরং আমি পুনর্ব্বার রজতগিরিপুরে গমন কর্ব্বো।

[যুবরাজমহিষী, মালতী ও পুরনারিগণের প্রস্থান।

যুব। দেখ, আমাদের রাজ্য আরম্ভ হতে না হতেই রাজসভাতে একটা হত্যা হলো। আর এর পূর্ব্বেই পিতা আশ্রমে গেলেন। না জানি চরমে কি হবে। আর রাণী অপ্রবীণা, রক্তপাত রোদনাদি দোষ শুনে ব্যাকুল হয়েচেন। তুমি কিছু দিন স্বয়ং রাজকার্য্য কর। আমি যুবরাণীকে অন্তঃপুরে সান্ত্বনা করিব। রাণীর মনস্থির হলে বাহিরে পুনর্ব্বার বার দিব।

মন্ত্রী। হউক! কিন্তু রাজা বিনা রাজ্য থাকে না, যেমন কর্ণধারবিহীনা নৌকা আশু তরঙ্গে মগ্না হয়। তত্রাপি আপনকার আজ্ঞা পালনার্থে আপনকার চিত্রপট সিংহাসনে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিব।

যুব। হউক!

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.